জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২২৩ ● ৭ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২২ পৌষ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 223 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 7 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আজ আউটরাম ঘাটে

আজ আউটরাম ঘাটে বিকেলে গঙ্গাসাগর যাত্রার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগর মেলা শুরু ৮ জানুয়ারি, শেষ ১৭ জানুয়ারি। এবার কুম্ভ না থাকায় সাগরে রেকর্ড ভিড় হবে। তাই প্রশাসন তৈরি

কোল্ড ডের সতর্কতা

কোল্ড ডে, কোল্ড ওয়েভ এবং ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের। নতুন নিম্নচাপ, ঘূর্ণাবর্তর প্রভাবে রাজ্যে ঠান্ডা হাওয়া প্রবেশ করবে। যা তাপমাত্রা কমার জন্য দায়ী

যোগীরাজ্যে এসআইআরে বাদ প্রায় ৩ কোটি ভোটার

কাজের প্রলোভনে কাশ্মীরে বন্দি বাংলার ৫ শ্রমিক, মুক্তিপণ দাবি

চক্রান্তের অ্যাপ, তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর নামে বাংলায় 'ভুলভাল' কাজ করছে নির্বাচন কমিশন! মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আরও বিস্ফোরক দাবি, কমিশন বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে অ্যাপ বানিয়েছে। বিষয়টিকে 'অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার সময় হেলিপ্যাড ময়দানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেই এসআইআর-প্রসঙ্গ (এরপর ১২ পাতায়)

রামপুরহাটে 'রণসংকল্প সভা'। জনতার উচ্ছ্বাসের মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঠান্ডা

ব্রিটেন থেকে বালি
গ্রীষ্মে ঠান্ডায়...
রাধানাম জপে কৃষ্ণকলি
মধুর ভাণ্ডারে মিষ্টি অলি।
নদীর মাঝারে জলের জলকেলি
মাছের সাঁতারে জল খেলছে বিলি
মাঝির হাতে দেখো পানের খিলি
গ্রীষ্মে বর্ষায় জাগে সাদা বালি।
গরমের দিনে লন্ডন
আর শীতের দিনে অগ্নিপণ
অর্থের কুসুমে জীবন আড়ম্বর
শরীরটা শরীরে ভরা ভাদর।

ছাব্বিশের বিধানসভায় ১১-০ করে উচিত শিক্ষা দিন বিজেপিকে

কপ্টার নিয়ে রাজনীতি, তবু রোখা গেল না অভিষেককে

প্রতিবেদন : বাংলা-বিরোধী জমিদারেরা ফের চক্রান্তে লিপ্ত হল। অপরিকল্পিত এসআইআরের পর এবার হেলিকপ্টার নিয়েও চক্রান্ত বিজেপির। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই চক্রান্তকারী বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ওরা বীরভূমে আসতে বাধা দিয়েছিল, এই বীরভূমের মাটিতে বিজেপিকে ১১-০ ফলে হারিয়েই যোগ্য জবাব দিতে হবে। ভোকাট্টা করে দিতে হবে ওদের। মঙ্গলবার বীরভূমের রামপুরহাটের রণসংকল্প সভা থেকে টার্গেট বেঁধে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, ২০২৬-এ চতুর্থবার তৃণমূল সরকার হবে। ২০১৪-র চেয়ে বেশি আসন পেয়ে আরও শক্তিশালী হবে তৃণমূল।

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে অভিষেক এদিন বলেন, বিজেপির হেলিকপ্টার চক্রান্তের জন্য সভামঞ্চে আসতে দু'ঘণ্টা দেরি হয়েছে। কিন্তু বিজেপির থেকে দশগুণ জেদ আমার। কথা দিলে কথা রাখি। কারও ধমকানি-চমকানি, ষড়যন্ত্রের কাছে মাথা নত করি না। বুদ্ধি করে প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাঁদের হেলিকপ্টার নিয়ে (এরপর ১২ পাতায়)

তারাপীঠে পুজো দিলেন অভিষেক। মঙ্গলবার।

নেত্রীর ঘোষণার ২০ ঘণ্টা পরেই সুপ্রিম-মামলা

প্রতিবেদন : বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় সুপ্রিম-লড়াইয়ে যাবেন বলে গঙ্গাসাগর থেকে ঘোষণা করেছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণার ২০ ঘণ্টার মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করল তৃণমূল। এসআইআর-সংক্রান্ত পুরনো মামলার সঙ্গেই যুক্ত হবে এই মামলা। নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট ভুল তুলে ধরে এবার নতুন করে পিটিশন জমা করা হল। মঙ্গলবার তৃণমূলের তরফে কমিশনের চলতি এসআইআর- (এরপর ১০ পাতায়)

অমর্ত্য সেনকেও নোটিশ!

প্রতিবেদন : বিশ্বের দরবারে যিনি দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন, যাঁর মাধ্যমে ভারতকে লোকে চেনে-জানে, যাঁর হাত ধরে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে— সেই নোবেলজয়ী অর্মত্য সেনকে এসআইআর-এ শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। বিজেপি-সহ কমিশনের এহেন অভব্যতায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বীরভূমের জনসভা থেকে এই গাফিলতি ও বালখিল্যপনার নিন্দায় প্রতিবাদ করতেই ডিগবাজি খেল কমিশন। চাপে পড়ে কমিশন জানিয়েছে, অমর্ত্য সেনকে শুনানিতে হাজির হতে হবে না। (এরপর ১০ পাতায়)

আজ ইটাহারের সভায় অভিষেক

ও আমাদের 'আপন'

প্রতিবেদন : কথা দিয়েছিলেন। কথা রাখলেনও। কপ্টার-বিভ্রাটে পৌঁছতে দেরি হলেও বীরভূমে জনসভার পরেই রামপুরহাট হাসপাতালে গিয়ে সোনালি খাতুনের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ সামিরুল ইসলাম। সোমবারই পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন সোনালি। মঙ্গলবারই দেখা করে সদ্যোজাতর নামকরণও করলেন। শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে 'পর' করে যে সোনালিকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল বিজেপি, তাঁর শিশুর নাম অভিষেক রেখেছেন 'আপন'। সোনালিকে জানিয়েছেন, চিন্তা করবেন না। ও আমাদের আপন! (এরপর ১০ পাতায়)

সোনালি-সাক্ষাতে অভিষেক ও সামিরুল।

এসআইআর আতঙ্ক

অকালমৃত্যু ৪ জনের, সার শুরু থেকে ৭২

মলিন রায়।

মহম্মদ খাদেম।

রত্না চক্রবর্তী।

সুভাষচন্দ্র বর্মন।

প্রতিবেদন : এসআইআর আতঙ্কে বাড়ছে মৃত্যু মিছিল। শুনানির নোটিশ পেয়ে একই দিনে এল চারজনের মৃত্যুর খবর। ঘটনাস্থল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ডাবগ্রাম, কোচবিহারের হলদিবাড়ি, দিনহাটা এবং নদিয়ার কল্যাণী। কল্যাণীর ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে কমিশনের অমানবিকতা এবং অব্যবস্থা। মঙ্গলবার সকালে প্রচণ্ড ঠান্ডায় শুনানির লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন কল্যাণীর বাসিন্দা রত্না চক্রবর্তী নামে এক প্রৌঢ়া। (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 January, 2026 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৬৭ ইরফান খান (১৯৬৭-২০২০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম সাহেবজাদে ইরফান আলি খান। বলিউডের মূল স্রোত থেকে গা বাঁচিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্মান অর্জন এবং তারই পথ ধরে জনপ্রিয়তা ইরফানই প্রথম লাভ করেছিলেন। নিয়ম ভেঙে নিজের মতো করে নিয়ম গড়া ইরফানের প্রিয় কাজ ছিল। ২০১৭ সালে সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক অনুপমা চোপড়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গতানুগতিক কোনও সিস্টেমেই 'ফিট' হতে পারেন না তিনি। 'বোরড' হয়ে যান। তাই 'পরম্পরা' বা 'ট্রাডিশন' ভাঙটাই তাঁর জন্মগত অভ্যাস ছিল বলেও জানিয়েছিলেন। শিল্পীর কর্মে তাঁর ব্যক্তি জীবনের ছাপ রয়ে যায়। শিল্প এমন এক পরিসর, যেখানে নিজেকে আড়াল করার উপায় থাকে না। তাই চলচ্চিত্রে চরিত্র বাছাইয়ের বৈচিত্র্য, অনন্যতা তাঁর

যাপিত জীবনেও দেখতে পাই। টিভি সিরিয়াল করেছেন। সেখানে পাওয়া পারিশ্রমিকের টাকায় ভিসিআর কিনে চলচ্চিত্র দেখা শুরু করেন। বই পড়তেন দিন-রাত। ঘরের বাইরে অথবা লিফটের ভেতরেও জোরে জোরে আওড়াতেন ডায়ালগ। লোকজন তাকিয়ে থাকত। বলতেন, জন্মসূত্রে অভিনয়ের গুণ আসেনি আমার মধ্যে, তাই অভিনয়কে প্রতিমুহূর্তে 'আবাদ' করতে হয়েছে নিজের ভেতরে। অভিনয় করে যাওয়াটাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র, স্টার হওয়া নয়। আর তাই 'হাসিল', 'মকবুল', 'পান সিং টুমারে', 'লাইফ অব পাই', 'আংরেজি মিডিয়াম', 'হিন্দি মিডিয়াম', 'স্লাম ডগ মিলিওনিয়ার', 'পিকু', 'জজবা', 'ইনফারনো', 'মাদারি', 'পাজল', 'নেমসেক'-সহ তাঁর বেশির ভাগ ছবিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র আর অভিনয় বৈচিত্র্য নিয়ে হাজির হয়েছেন।

১৯৮৪ আঙুরবালা (১৯০০-১৯৮৪) এদিন প্রয়াত হন। 'বাংলার বুলবুল' হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। শত-সহস্র প্রতিকূলতা আর বাধার হিমালয় ডিঙিয়েও যে আপন পথে চলা সম্ভব সেই আলোকিত শিল্প পথিকের অমর নাম কণ্ঠশিল্পী আঙুরবালা দেবী। সারা জীবনে হিন্দি, বাংলা উর্দু ভাষায় অসংখ্য গান রেকর্ড করেছেন। এক সময় ছায়াছবির গানেও প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছিলেন। রেকর্ডের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশত। এ-ছাড়া তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেত্রী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর মুজরোর দক্ষিণা ছিল তিরিশ হাজার টাকা। এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁর নামের শাড়ি বাজারে বেরিয়েছিল, মহিলারা সেই শাড়ি পরতেন। ১৯৭৬ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি আঙুরবালাকে গোল্ড ডিস্ক দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

২০১১ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কুড়িগ্রামের অনন্তপুর-দিনহাটা সীমান্তের খিতাবেরকুঠি এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর সদস্যরা ফেলানি খাতুন নামের এক কিশোরীকে গুলি করে হত্যা করে।

২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই গ্রামে সিপিএমের শিবির থেকে গ্রামবাসীদের গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। নিহত হন ৯ গ্রামবাসী। অভিযুক্ত সিপিএম নেতারা ফেরার হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনুজ পাণ্ডে, ডালিম পাণ্ডে, চণ্ডী করণ, শেখ খলিলুদ্দিন, তপন দে, ফুল্লরা মণ্ডল প্রমুখ।

১৬১০ বৃহস্পতির চারটে চাঁদ আবিষ্কার করলেন গ্যালিলিও। তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপের সাহায্যে এই আবিষ্কারের সূত্রে আলোড়ন ফেলে দেন তিনি।

২০১৫ প্যারিসে শার্লে হেবদোর দফতরে হামলা চালায় আল-কায়েদার দুই জঙ্গি। ইয়েমেনের আল-কায়েদার সদস্যদের এই আক্রমণে ১২ জন নিহত হন। পত্রিকাটিতে একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল যা তাঁদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছিল বলে জানিয়েছিল জঙ্গি সংগঠনটি। ফরাসি পুলিশের গুলিতে অবশ্য দুজন আক্রমণকারীই প্রাণ হারায়।

১৯০০ বিমানবিহারী মজুমদার (১৯০০-১৯৬৯) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' গবেষণা-গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ-ছাড়াও বহু গ্রন্থ সম্পাদনা ও সংকলন করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' ইত্যাদি।

২০২২ প্রশান্ত ভট্টাচার্য (১৯৩৯-২০২২) এদিন প্রয়াত হন। যাত্রা দুনিয়ার বিখ্যাত সুরকার ও গায়ক। একসময় শান্তিগোপালের বহু যাত্রাপালার গান তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে লোকগান, কোথাও একটুও থমকাতে হত না তাঁকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের শিল্পী আব্দুল জব্বর, আপ্পেল মাহমুদের সঙ্গে মিলে কনসার্টের আয়োজন করেন তিনি। আর সেই কনসার্ট থেকে উপার্জিত সমস্ত অর্থ পাঠিয়ে দেন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।

১৯৭৯ কম্বোডিয়ার ফোনম পেনের দখল নিল ভিয়েতনামের সেনারা। খামের রুজের নেতা পল পটকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা।

৬ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭৩০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩১১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৪৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৪৫৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.১৭	৮৯.০৭
ইউরো	১০৬.৮৬	১০৪.২৪
পাউন্ড	১২৩.৩৯	১২০.৫১

নজরকাড়া ইনস্টা

শুভশ্রী গাঙ্গুলি

ইমন চক্রবর্তী

কর্মসূচি

ময়দা অঞ্চল কিষাণ খেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে ৮ দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কিষাণ খেত মজদুর শাখার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি মানস দাস, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, শাখার জয়নগর বিধানসভার সভাপতি সেলিম লস্কর প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬০৮

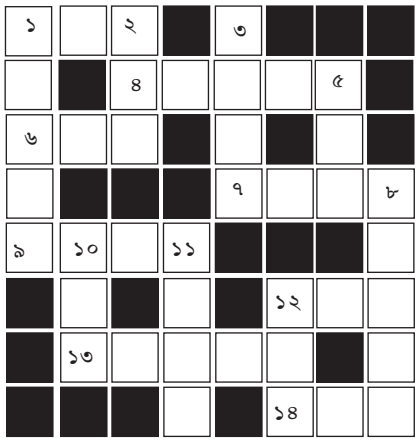

পাশাপাশি : ১. ভাঙানো ৪. অস্থিরপ্রকৃতি, — বালক ৬. ঠিকানা, পাত্তা ৭. রাজমিস্ত্রি ৯. বিমুখ ১২. অশুভ সময় ১৩. শনিগ্রহ ১৪. কান্তি, লাবণ্য।

উপর-নিচ : ১. প্রায় নিশ্চিত ২. পছন্দ, ভাল লাগা ৩. নিষ্প্রভ ৫. রক্ত—, নজরুল কবিতা ৮. শ্রেষ্ঠরত্ন ১০. তুষারপুঞ্জ, বরফ ১১. পৃথিবী ১২. দুটি নলযুক্ত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬০৭ : **পাশাপাশি :** ১. আরামসে ৩. কেননা ৫. দিশি ৭. রিকথ ৮. মজানো ১০. অতথা ১২. ইল্লত ১৪. নব ১৭. পর্যাস ১৮. চন্দ্রপ্রভ। **উপর-নিচ :** ১. আজাদি ২. সেঞ্চুরি ৩. কেপ্রথম ৪. নাট্য ৬. শিঞ্জিত ৯. জাহান ১১. থাইসিস ১৩. তত্রাচ ১৫. বল্লভ ১৬. ঝোপ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

7 January, 2026 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৭ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

রামপুরহাটে রণসংকল্প সভা • নানা মুহূর্তে অভিষেক

তারাপীঠ মন্দিরে অভিষেক

সোনালি-সাক্ষাতে রামপুরহাট হাসপাতালে অভিষেক

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

7 January, 2026 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

ছেঁদো রাজনীতি

বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূলের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না ভারতীয় জনতা পার্টি। পরিযায়ী নেতারা ভুলে যায় বাংলার মানুষ রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। কেন রয়েছেন? উত্তর একটাই। উন্নয়নের কারণে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বিজেপি নেতাদের। তাই ওদের লক্ষ্যই হল পিছন দরজা দিয়ে তৃণমূলকে হেনস্তা করা। আর হেনস্তা করতে গিয়ে জনসমক্ষে নিজেদেরই সম্মানহানি হয় বারবার। বিজেপি এবার শুরু করেছে কপ্টার রাজনীতি। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বই কপ্টার ভাড়া করেন রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলি দ্রুত রূপায়ণের লক্ষ্যে। বিজেপি সেই কপ্টার নিয়েও রাজনীতি করতে গিয়ে মুখ পোড়াচ্ছে বারবার। গত নভেম্বরে বনগাঁয় সভা করতে হেলিকপ্টার ভাড়া করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষ মুহূর্তে ছেঁদো অজুহাতে তা বাতিল করা হয়। কিন্তু তাতে মুখ্যমন্ত্রীর বনগাঁর সভা আটকায়নি। জনসমুদ্র অপেক্ষা করেছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। কী লাভ হল? মুখ পুড়ল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঙ্গলবার সভা করতে যাওয়ার কথা ছিল বীরভূমে। নিয়ম মেনে হেলিকপ্টার ভাড়া করা হয়েছিল। এবং যথারীতি শেষ মুহূর্তে বাতিল। আবার সেই ছেঁদো যুক্তি। কিন্তু সামান্য দেরি হলেও অভিষেক রামপুরহাটের সভায় গিয়েছেন। সভা করেছেন। সোনালি বিবির কাছে গিয়েছেন। তারাপীঠে পুজো দিয়েছেন। আসার পথে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কী লাভ হল এই নোংরা রাজনীতির? এভাবে কি তৃণমূলকে আটকানো যাবে? প্রমাণিত হচ্ছে, ভোটের আগেই হেরে বসে আছে গদ্দারের দল।

e-mail থেকে চিঠি

পোড়া কপাল— অমর্ত্য সেনকেও ওরা ছাড়ল না!

বোঝাই যাচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতলে বাংলার ১০ কোটি মানুষ শান্তিতে থাকবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। তৃণমূল জিতলে দু'মুঠো ভাত আর বিরোধীরা কুপোকাত। বিজেপি জিতলে ধর্মে ধর্মে আঘাত আর বিভাজন, অন্তর্ঘাত। সোনালিদের ওরা হ্যারাস করেছিল। কারণ, সোনালি মুসলমান বধূ। ওঁর সদ্যজাত ছেলের নাম আপন হতে পারে। সে নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রেখেছেন। ওই ছেলেকে আপন ভাবার দায় ওঁর। আমাদের। বিজেপির নয়। তাই, অন্তঃসত্ত্বা সোনালিকে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে। শুধু শারীরিক অত্যাচার নয়, মানসিক অত্যাচারও চলেছে ওর ওপর। রাতের পর রাত জঙ্গলে কাটিয়েছে। এই অবস্থায় নদী পেরিয়ে ঢাকায় পৌঁছোয়। বাংলাদেশ পুলিশ গ্রেফতার করে। সেখানে জেলে মাসের পর মাস কাটিয়েছে। তাঁর স্বামী দানিশ এখনও বাংলাদেশে। যে কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছে, তা অভাবনীয়। বাচ্চাটাও অত্যাচার সয়েছে। একটাই দোষ, বাংলায় কথা বলে। তাঁর বাবা-মায়ের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। তাঁকে কীভাবে পাঠায় বাংলাদেশে? এর মূল্য বিজেপিকে দিতে হবে। বিজেপিকে ভোট দেবেন বলে যাঁরা ঠিক করেছেন, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে হবে, যে দল ৭০টি আসন নিয়ে গরিব ছেলেকে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করছে বলে মারধর করেছে, তারা ক্ষমতায় এলে বাংলার কী অবস্থা করবে, ভেবে দেখবেন। গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে কে ডিমের ঝোল খাবে, কে এগরোল খাবে, কে মাছের ঝোল খাবে, ঠিক করছে বিজেপির দিল্লির নেতারা। এদের শূন্য করতে হবে। আমার আপনার মা-মাটি-মানুষের দরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বাঁচতে চাই, তাই বিজেপিকে টা টা, বাই বাই। শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিগুরুর নাম ফলক থেকে বাদ দিয়েছে। বাংলার মানুষকে শুধু ভাতে মারতে চায় না। তাঁর ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। বিজেপিকে তাই বাংলার প্রতিটি বুথ থেকে ভোকাট্টা করতে হবে। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলছেন, বাংলায় কেউ কথা বললে তাঁকে জেলে ঢুকিয়ে দাও। আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছে ওরা! ওরা রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান জানে না। কয়েকদিন আগে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন, ঠাকুর নয়, রবীন্দ্রনাথ সান্যাল। বিবেকানন্দকে অজ্ঞ বামপন্থী প্রোডাক্ট বলে। দেব, শামি, অমর্ত্য সেনকে ওরা নোটিশ পাঠায়। বাংলার মানুষ আগামী বিধানসভা ভোটে এসবের জবাব দেবেন। তখন টের পাবে ওরা।

—অমিত দাস, দমদম সেন্ট্রাল জেল, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আবার জিতবে বাংলা

পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণের রাজনীতির লক্ষ্য এখন একটাই— ভোটার যেন নিজেকে আগে হিন্দু ভাবে, পরে বাঙালি। বিজেপির সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র বরাবরের মতোই ভীতিপ্রদর্শন। 'NRC-CAA', 'সীমান্ত', 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ' এ-শব্দগুলো ২০২৬-এর প্রচারে নতুন করে প্রাণ পাবে। এই প্রতিবেশে আমাদের ভূমিকা কী হতে চলেছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবার কলম ধরেছেন **অধ্যাপক শ্যামলকুমার দরিপা**

নতুন বছরের প্রথম দিনটি রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৯৮ সালের এই দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দলটির জন্ম দিয়েছিলেন, আজ তা পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল এবং দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। প্রতিষ্ঠার ২৮ বছরে পা রাখল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা, ব্লক ও বুথস্তরেও পালন করা হয় প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএ-২-দের সংবর্ধনা প্রদান। এসআইআর-এর কাজ নিরলসভাবে এবং নির্ভুলভাবে করার জন্য দল থেকে প্রায় প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রেই তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এ বছরের প্রতিষ্ঠা দিবসের গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ আর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বাংলায় বারংবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'ঘুসপেটিয়া' তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করলেও তাকে বিফল মনোরথ হতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাকে বঞ্চনার অপচেষ্টা অব্যাহত। তাই এবারের আসন্ন বিধানসভা ভোট কার্যত যুদ্ধ। প্রায় একইসময়ে চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, কিন্তু বলা বাহুল্য, বাংলার বিধানসভা নির্বাচনই কার্যত বলে দেবে আগামীতে ভারতের রাজনীতি কোন দিকে যেতে চলেছে। প্রবীণ এক সাংবাদিক অন্যত্র মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'এবারের ভোটে হিন্দুত্ব নেহাত প্রতিক্রিয়াশীল নয়, বরং তা হবে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক। ধর্মীয় শোভাযাত্রা, উৎসবের রাজনীতি, ইতিহাসের পুনর্লিখন— সব মিলিয়ে এক স্থায়ী মেরুকরণ তৈরির চেষ্টা হবে। এ-রাজনীতির লক্ষ্য একটাই— ভোটার যেন নিজেকে আগে হিন্দু ভাবে, পরে বাঙালি। বিজেপির সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র বরাবরের মতোই ভীতি প্রদর্শন। 'NRC-CAA', সীমান্ত, 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ' এ-শব্দগুলো ২০২৬-এর প্রচারে নতুন করে প্রাণ পাবে। আর ঠিক এইসব কারণেই এইবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের একটা বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে। বিজেপির হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের রাজনীতির প্রত্যুত্তর এখনও অবধি দিতে পেরেছে গোটা দেশের মধ্যে শুধু একটাই রাজনৈতিক দল, তার নাম সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। তাই গোটা দেশের ভবিষ্যৎ, ভারতের সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষ' চরিত্রটি আগামীতে বদলে যাওয়া বা অপরিবর্তিত থাকা, সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে তৃণমূল কংগ্রেস কীভাবে এই অসাংবিধানিক 'হিন্দুত্ববাদী' চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়ছে, তার ওপরে। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন একটা যুদ্ধের চেয়ে কম নয়। এ-যুদ্ধ ধর্ম আর অধর্মের, ন্যায় বনাম অন্যায়ের, ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্ম নিয়ে রাজনীতির। এ-যুদ্ধে বাংলাকে জিততেই হবে।

এমতাবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ

সম্পাদক এবং মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বছরের দ্বিতীয় দিনে বারুইপুরে যে সভাটি করলেন, তার গুরুত্ব ঐতিহাসিক। যথার্থই সেনাপতি অভিষেক এই সভার নাম দিয়েছেন 'রণসংকল্প সভা'। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই সভা গোটা রাজ্য জুড়ে আগামী দিনে চলতে থাকবে। তবে এর সূচনা হল সাংসদের নিজের কর্মভূমি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থেকেই।

নিজের ফেসবুক হ্যান্ডেলে অভিষেক লিখেছেন, 'গণতন্ত্রের গণদেবতার কাছে আমি দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করলাম বাংলা-বিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী বিজেপিকে এই পুণ্যভূমি থেকে সমূলে উৎপাটন করবই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বর্গ নির্বিশেষে এই বাংলার প্রত্যেকটি মানুষকে ভালো রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদা জাগ্রত। বাংলার একজন বৈধ নাগরিকেরও ভোটাধিকার হরণ করতে দেবো না আমরা। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলার উন্নয়ন নিবৃত্ত করা, ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করা, সাধারণ মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার করা— বিজেপির আসল চেহারা জনসমক্ষে উন্মোচিত। বিজেপির সমস্ত চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রকে পদদলিত করে, বাংলা-বিরোধী স্বৈরাচারী জমিদারদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।'

হলফ করে বলতে পারি, বাংলাবিরোধীরা বাংলার মানুষের ক্ষতি করার জন্য সেভাবে উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস আজ বাংলার পাশে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে না থাকলে কেন্দ্রের জুমলাবাজরা এতদিনে বাংলার বিপদঘণ্টা বাজিয়ে ফেলত। কিন্তু তা এতদিনে শত চেষ্টা সত্ত্বেও করতে পারেনি আর আগামী সময়েও পারবে না। বীর-বিপ্লবীদের মহান পুণ্যভূমি এই বাংলার মাটিকে কখনও কলুষিত হতে দেবে না মা-মাটি-মানুষের দল তৃণমূল কংগ্রেস। জননেত্রী মমতা এবং জননেতা অভিষেক অক্লান্তভাবে নির্ভীক যোদ্ধার মতো বাংলার মাটি, বাংলার মানুষের জন্য লড়ে যাচ্ছেন। এমনকি এসআইআর শুরুর আগেও অপদার্থ নির্বাচন কমিশন কত ভয়ই না দেখিয়েছিল, তার সবকিছুকে রুখে দিয়ে বুক চিতিয়ে সমস্ত অশুভ শক্তি, সকল ঝড়ের কবল থেকে বাংলাকে বারবার বাঁচালেন মমতা এবং অভিষেক।

আজ থেকে শতসহস্র বছর বাদে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে বাংলার দুই নির্ভীক অতন্দ্র প্রহরীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মিলিত লড়াই, বাংলার জন্য যারা তাদের বুকের শেষ রক্তবিন্দু অবধি দিয়ে দিতে রাজি। এখন পশ্চিমবঙ্গের আম নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত সমস্ত ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে দিয়ে বাংলার বর্তমান, আগামীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং অতীতের অবমাননাকে রুখে দেওয়া। বাংলাবিরোধীরা যতই চক্রান্ত করুক, যতদিন মমতা-অভিষেক আছেন, যতদিন তৃণমূল সরকারের ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারছি, ততদিন নিরাপদ থাকবে বাংলা, ততদিন জিতবে মানবতা, 'জিতবে বাংলা'!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণহীন স্কুটি। মঙ্গলবার সকালে সোনারপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ১১ বছরের এক নাবালিকা। মৃতার নাম স্মৃতি তরফদার। সে বাসন্তী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী

১২ বছরের রেকর্ড শীত তাপমাত্রা নামল ১০-এ

প্রতিবেদন : কোল্ড ডে, কোল্ড ওয়েভ এবং ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। নতুন করে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ, যা আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এছাড়া ত্রিপুরা ও সংলগ্ন এলাকাতেও একটা ঘূর্ণাবর্ত বিরাজ করছে। এই দুইয়ের প্রভাবে রাজ্যে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া প্রবেশ করবে। যা তাপমাত্রা কমার জন্য দায়ী। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকতে পারে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, আগামী তিনদিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির অনেক জায়গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকতে পারে। সমস্ত জেলায় শুষ্ক তাপমাত্রা থাকবে। মঙ্গলবার ভোরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, ১৮৯৯ সালের ২০ জানুয়ারি তাপমাত্রা নেমেছিল ৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ২০০৩ সালের ২২ জানুয়ারি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সেবারে ৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি তিলোত্তমার তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রিতে নেমেছিল। এরপর ২০২৬ সালের ৬ জানুয়ারিতে তাপমাত্রা নামল ১০ ডিগ্রির ঘরে।

ঋণ ও অগ্রিম সংক্রান্ত নীতিতে পরিবর্তন রাজ্যে, বিজ্ঞপ্তি জারি

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের ঋণ ও অগ্রিম সংক্রান্ত নীতিতে পরিবর্তন আনল অর্থ দফতর। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খাতে যে সব ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া হবে, তার সুদের হার ও শর্তাবলী নির্দিষ্ট করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নবান্ন থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, নতুন অর্থবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণির ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ধার্য করা হয়েছে বার্ষিক ৭.২২ শতাংশ হারে। এই হার প্রযোজ্য হবে শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের সরকারি ও সমবায় সংস্থাগুলির বিনিয়োগ ঋণ, কার্যকরী মূলধন ঋণ এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে। একইসঙ্গে পুরসভা, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, আবাসন বোর্ড-সহ বিভিন্ন স্থানীয় স্বশাসন সংস্থাকে দেওয়া ঋণেও এই হারেই সুদ নেওয়া হবে। নাবার্ড বা অন্য কেন্দ্রীয় সংস্থার অর্থায়নে দেওয়া ঋণ বাদে রাজ্যের আওতাভুক্ত সমবায় সমিতিগুলির ঋণের ক্ষেত্রেও এই হার কার্যকর হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, ঋণের মূল টাকা

সাধারণত সমান বার্ষিক কিস্তিতে ফেরত দিতে হবে এবং ঋণ তোলার এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই কিস্তি শুরু হবে, যদি না বিশেষ ক্ষেত্রে মোরাটোরিয়াম দেওয়া হয়। সাধারণভাবে কোনও ঋণের মেয়াদ দশ বছরের বেশি হওয়া উচিত নয় বলেও নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। কার্যকরী মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে তা সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে। সুদের অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রেও কড়া শর্ত আরোপ করেছে রাজ্য সরকার। নির্দেশ অনুযায়ী, সাধারণত সুদ মকুবের সুযোগ থাকবে না এবং ঋণ তোলার প্রথম বর্ষপূর্তির পর থেকেই বকেয়া টাকার উপর সুদ দিতে হবে। কিস্তি বা সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত শাস্তিমূলক সুদ আরোপের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ধার্য সুদের উপর আরও দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ অতিরিক্ত সুদ দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পের আওতায় যে সব ঋণ দেওয়া হয়, কিংবা নাবার্ড, এনসিডিসি-র মতো সংস্থার অর্থায়নে দেওয়া ঋণের সুদের হার ও শর্ত আলাদাভাবে নির্ধারিত হবে। বন্ধ বা রুগ্‌ণ শিল্পগুলিকে দেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে পৃথক শর্ত ঠিক করার কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে ঋণের মূল টাকা ও সুদ সময়মতো আদায়ের বিষয়টি কঠোরভাবে নজরে রাখতে হবে। যেসব সংস্থা আগে ঋণ শোধে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের নতুন করে ঋণ দেওয়ার আগে বকেয়া সমন্বয়ের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

রাজ্য সরকারের বিগত ১৫ বছরের উন্নয়নের সংলাপ সংক্রান্ত দলীয় কর্মসূচিতে বক্তা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। খড়দহের বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে মঙ্গলবার।

কনকনে শীতে হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে কাউন্সিলর মৌসুমী দাসের নেতৃত্বে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মসূচি। ৯৩ ওয়ার্ডের মসজিদ পাড়ায় কাঠের আগুন জ্বেলে উন্নয়নের পাঁচালি গানে মহিলা কর্মীরা।

ভোটমুখী রাজ্যের সিইও'দের নিয়ে ৮ জানুয়ারি বৈঠক

প্রতিবেদন : ভোটমুখী রাজ্যগুলির পর এবার সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৮ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে জরুরি ভিত্তিতে দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের। চলতি বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া, ভোট প্রস্তুতি এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই এই বৈঠক। নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের পর মঙ্গলবারই দিল্লি থেকে ফিরেছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

কঠোর নির্দেশ

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকার তথ্যগত অসঙ্গতি সংক্রান্ত সমস্ত নোটিশ অবিলম্বে ডাউনলোড করে আগামী চার থেকে পাঁচদিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ভোটারদের হাতে পৌঁছে দিতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এই কাজে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে এই মর্মে নোট পাঠিয়েছে।

বিজেপির সম্পদ! রেলের চাদর চোর গদ্দার-ঘনিষ্ঠ নেতা মৃন্ময়

প্রতিবেদন : চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা! কিন্তু চুঁচুড়ার বিজেপি নেতা 'চুরি' করেছেন এবং ধরাও পড়েছেন হাতেনাতে! আসলে বিজেপি মানেই 'চুরি ছাড়া কাজ নেই'। দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলার মানুষকে ভাতে মারার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আর বঙ্গ-বিজেপির চুনোপুঁটি নেতারা মন দিয়েছেন চৌর্যবৃত্তিতে! কিন্তু তাই বলে ট্রেনের চাদর! চুঁচুড়ার বিজেপি নেতা সেই চাদরই 'চুরি' করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন হাতেনাতে। তাই নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে তৃণমূল। অভিযুক্ত চুঁচুড়ার নেতাকে 'বিজেপির সম্পদ' বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

হুগলি বিজেপির লিগাল সেলের নেতা পেশায় আইনজীবী মৃন্ময় মজুমদার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। জানা গিয়েছে, ট্রেনে করে সিউড়ি যাওয়ার পথে তাঁর বিরুদ্ধে চাদর চুরির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরালও হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে এসি কোচের দায়িত্বে থাকা অ্যাটেনডেন্ট বিজেপি নেতার উদ্দেশে বলছেন, আপনি টিকিট কেটেছেন মানে এই নয় যে চাদরটা ব্যাগে ভরে নিতে পারেন! এরপরেই মৃন্ময় মজুমদারকে 'সরি সরি' বলতে শোনা গিয়েছে।

মৃন্ময় মজুমদার।

এই ঘটনা নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ লিখেছেন, চুঁচুড়ার নেতা মৃন্ময় মজুমদার বিজেপির সম্পদ। ট্রেনের চাদরটা ঝাড়তেও বাদ রাখছে না। বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে সমাজমাধ্যমে তৃণমূলের বক্তব্য, একদিকে মোদি আর গদ্দারের সঙ্গে ছবি, অন্যদিকে চুরি! এটাই বিজেপির রাজনীতি। ভিভিআইপি সেলফি থেকে কম্বল চুরি, এটাই বিজেপির আসল চরিত্র। যারা চোর-মুক্ত ভারতের কথা বলে তারাই চুরি করছে! মিথ্যা কথা, ঔদ্ধত্য আর চুরিতে গা ভাসিয়েছে তারা।

তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কটাক্ষ, খুব শিগগিরই ওই বিজেপি নেতা বড় প্রোমোশন পাবেন। কারণ, যে যত বড় চোর, বিজেপিতে তার তত বড় প্রোমোশন! বিজেপিই একসময় যাদের চোর বলেছে, তাদের কাউকে বিরোধী দলনেতা বানিয়েছে, কাউকে কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে, কাউকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বানিয়েছে। আমি নিশ্চিত, বিজেপির এই চাদর-চুরি-করা নেতা আগামীতে হয়তো বিধানসভার টিকিটও পেয়ে যাবেন। এই দক্ষতার জন্যই হয়তো টিকিট দেওয়া হবে যাতে উনি আরও বড় চুরি করতে পারেন!

উন্নয়নের পাঁচালি। বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তুলসী সিনহা রায়, মিনু দাস চক্রবর্তী, চামেলি নস্কর-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার বিধাননগর পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের আম্বেদকর পার্কে। — শুভেন্দু চৌধুরী

রাজ্য
7 January, 2026 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুলিশের উপর হামলা ও পুলিশ লেখা গাড়িতে ভাঙচুর করার ঘটনার মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা এবার গ্রেফতার। এই নিয়ে গ্রেফতার বেড়ে দাঁড়াল ১৩ জন

১০ কোটি ব্যয়ে বডি-ওয়ার্ন ক্যামেরা ও নজরদারি

ট্রাফিক নজরদারি বাড়াতে জোড়া প্রকল্প আনছে রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্যে ট্রাফিক নজরদারি আরও কড়া করতে দু'টি পৃথক প্রকল্পে প্রায় দশ কোটি টাকা বিনিয়োগের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশ। একদিকে রাজ্য পুলিশের ট্রাফিক ও রোড সেফটি শাখা রাজ্য জুড়ে ট্রাফিক কর্মীদের জন্য বডি-ওয়ার্ন ক্যামেরা কিনতে চলেছে, অন্যদিকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে সিগন্যাল ভাঙার প্রবণতা রুখতে অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ট্রাফিক ও রোড সেফটি শাখা মোট আট হাজারের বেশি বডি-ওয়ার্ন ক্যামেরা সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছে। এই প্রকল্পে পাঁচ বছরের ওয়ারেন্টি ও বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবাও অন্তর্ভুক্ত থাকছে। পুরো প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা। ট্রাফিক ডিউটির সময় কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কথোপকথন, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন ও দুর্ঘটনার পরিস্থিতি অডিও-ভিজুয়াল

মাধ্যমে নথিভুক্ত করতেই এই ক্যামেরা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত। এই উদ্যোগের ফলে ট্রাফিক আইন ভাঙার প্রবণতা কমবে এবং বিতর্ক বা আইনভঙ্গ সংক্রান্ত মামলায় প্রমাণ জোগাড় করা সহজ হবে। ক্যামেরাগুলিতে সাধারণ ছবি তোলার পাশাপাশি উন্নত মানের ভিডিও এবং ইনফ্রারেড প্রযুক্তি থাকবে। যার মাধ্যমে রাতেও রেকর্ড করার সুবিধা হবে। অন্তত আট ঘণ্টার ব্যাটারি ব্যাকআপ, হালকা ওজন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় ব্যবহারযোগ্য হওয়াও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

অন্যদিকে, কলকাতা পুলিশ এলাকায় সিগন্যাল ভাঙা গাড়িকে সরাসরি শনাক্ত করতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে। শহরের কুড়িটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় এই প্রকল্পের আওতায় আসছে। আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। প্রতিটি মোড়ে উচ্চ রেজোলিউশনের ক্যামেরা ও স্বয়ংক্রিয় নম্বরপ্লেট শনাক্তকরণ প্রযুক্তি বসানো হবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সিগন্যাল ভাঙার পাশাপাশি হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, একাধিক যাত্রী নিয়ে দু'চাকার যান চালানো এবং রং সাইডে গাড়ি চালানোর মতো অপরাধও ধরা পড়বে। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে সময়, তারিখ ও অবস্থান-সহ ছবি ও ভিডিও তৈরি হবে। সেই তথ্য সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারের কেন্দ্রীয় ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে পাঠানো হবে। দিন-রাত এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে বলেই জানানো হয়েছে।

হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার সঙ্গে বৈঠকে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার নিউটাউনের ইকো স্পেস বিজনেস পার্কে।

১৯ জানুয়ারি বারাসত কাছারি ময়দানে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে সাজো সাজো রব নববারাকপুর জুড়ে। দফায় দফায় বৈঠক করে নীল নকশা তৈরি করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মঙ্গলবার প্রস্তুতিসভা হল টাকি পুরসভার সংস্কৃতি মঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

তালিকার অসঙ্গতি আটকাতে সরকারি কর্মীদের হলফনামা

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকার অসঙ্গতি রুখতে নির্বাচন কমিশন এবার সরকারি দফতরে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মীদের কাছ থেকে লিখিত হলফনামা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করছে। কোনও সরকারি কর্মীর নাম দু'টি আলাদা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতেই এই উদ্যোগ।এই মর্মে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অধীনস্থ কর্মীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ঘোষণা বা হলফনামা সংগ্রহ করতে হবে। ওই ঘোষণাপত্রে কর্মীকে জানাতে হবে, তিনি বর্তমানে কোন ঠিকানায় বসবাস করছেন এবং বর্তমান ঠিকানার কোন বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নথিভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি, আগে যে বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম ছিল, সেখান থেকে নাম কাটার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

এমাসেই মাধ্যমিকের অ্যাডমিট

প্রতিবেদন: চলতি মাসের ২০ তারিখ থেকে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার কথা জানাল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ওই দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পর্ষদের নির্দিষ্ট ক্যাম্প অফিসগুলি খোলা থাকবে। পর্ষদের ৪৮টি ক্যাম্প অফিস থেকে এই অ্যাডমিট কার্ড বিতরণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পর্ষদ সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত পরীক্ষায় বসার জন্য প্রায় ১০ লক্ষের কাছাকাছি পড়ুয়ার নাম নথিভুক্ত করেছে।

দক্ষিণ হাওড়ায় বার্জার পেন্টস কারখানায় আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত ঠিকা-শ্রমিক ইউনিয়নের সভায় বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাস, দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি সৈকত চৌধুরি-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্রের সূচনা বসিরহাটে

ফিতে কেটে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধনে এটিএম আবদুল্লা।

সংবাদদাতা, বসিরহাট: রাজ্যের সাধারণ মানুষের ঘরের দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সম্প্রতি চালু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এই ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যগাড়ির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। মঙ্গলবার বসিরহাট উত্তরের বিভিন্ন প্রান্তের প্রত্যন্ত ও দূর্গত এলাকার মানুষের জন্য ধান্যকুড়িয়া হাসপাতালে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তথা বসিরহাট উত্তর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লা ওরফে রনি। এছাড়াও ছিলেন বসিরহাট ২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কাজী মাহমুদ হাসান, ধান্যকুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ-সহ অন্যরা।

দিলীপের খুব মন্ত্রিত্বের শখ! তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রতিবেদন : ছাব্বিশের বাংলায় নাকি পরিবর্তন হবে আর তখন মন্ত্রী হতে চান দিলীপ ঘোষ! মঙ্গলবার নদিয়া জেলায় বিজেপির এক সভায় এমনই ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতা। একজন প্রাক্তন আরএসএস কর্মী হিসেবে দিলীপের এই ইচ্ছে আর আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখা নিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল! তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, প্রাক্তন আরএসএস কর্মীর মুখে এই কথা মানায় না! মোদি জমানায় তো সাংসদ ছিলেন, মন্ত্রী হননি কেন? দলের অন্দরে আদি-নব্যর দ্বন্দ্বে বেশি কিছুবছর কোণঠাসা হয়ে থাকার পর ভোটের আগে বিজেপিতে ফের সক্রিয় হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। আর ফিরেই ফের আলটপকা মন্তব্য করে রাজ্যে রাজনীতির হাওয়া গরম করছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। এদিন নদিয়ার সভায় মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন দিলীপ। পাল্টা কটাক্ষ করে কুণাল ঘোষ বলেন, রাজনীতির লোকেদের এই প্রবণতা সুস্থ-ভাবনা চিন্তার লক্ষণ নয়। দিলীপবাবু পুরনো আরএসএস কর্মী। তাঁর ক্ষেত্রে এটা মানসই নয়। সবাই ক্ষমতার কাছে থাকতে চায়। দিলীপও সেই স্রোতে ভেসে যেতে চাইছেন। তীব্র কটাক্ষ করে কুণাল বলেন, মোদি জমানায় তো সাংসদ ছিলেন দিলীপ। তখন কেন তাঁকে মন্ত্রী করা হয়নি? কেন তখন মন্ত্রী হতে চাননি দিলীপ? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলেও তো মানুষের কাজ করতে পারতেন!

সন্দেশখালি পেতে চলেছে নতুন সেতু

সংবাদদাতা, বসিরহাট : সন্দেশখালির দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের বেড়মজুর ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংযোগকারী ধুলিয়া খালের উপর স্টিলের সেতু নির্মাণের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। প্রায় ৩ কোটি ৯১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয়ে কুড়ি মিটার দীর্ঘ এই সেতু নির্মাণ হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে বলে প্রশাসনের আশা। এদিন সেতু নির্মাণ

কাজের শিলান্যাস করেন বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডাঃ হোসেন মেহেদি রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিনাখাঁর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কৌশিক বসাক, সন্দেশখালি ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরুণ কুমার সামন্ত, সন্দেশখালি থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বলাই ঘোষ-সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা। গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় মহিলাদের হাত দিয়েই নারকেল ফাটিয়ে সেতু নির্মাণের সূচনা করা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শীতের দাপটে কাঁপছে শিলিগুড়ি

আমার বাংলা

7 January, 2026 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

আজ জনজোয়ারে ভাসবে ইটাহার

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : আজ জনজোয়ারে ভাসবে ইটাহার। উচ্ছ্বাস উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে। আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ইটাহার হাই স্কুল মোড় থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত রোড শো করবেন তিনি। এছাড়াও যাবেন কুমারগঞ্জে এসআইআর আতঙ্কে মৃত ওসমান মণ্ডলের বাড়ি। যাওয়ার কথা মৃতা জয়ন্তী সরকারের বাড়িও। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে কার্যত উৎসবের মেজাজ ইটাহার শহরে। তৈরি হেলিপ্যাড। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে ইটাহার শহরের প্রতিটি মোড়, ফ্লেক্স এবং সুসজ্জিত প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে গিয়েছে। রাস্তার দুই ধারে নেতাকে

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে সেজে উঠেছে ইটাহার।

শুভেচ্ছা জানিয়ে টাঙানো হয়েছে বিশালাকার গেট। রোড শো-এর যাত্রাপথে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তার জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে গোটা এলাকা। মঙ্গলবার বিকেলে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। তিনি রোড শো-এর যাত্রাপথ থেকে শুরু করে সভামঞ্চ ও হেলিপ্যাড এলাকা পরিদর্শন করেন। বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। নিরাপত্তা ও ভিড় সামলানোর বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন তাঁরা। 'নবজোয়ার' কর্মসূচিতে আমরা যে ভালবাসা দেখেছিলাম, বুধবারের এই মেগা রোড শো সেই রেকর্ডকেও ভেঙে দেবে। ইটাহার বুঝিয়ে দেবে তারা তৃণমূলের উন্নয়নের পাশেই আছে। জানান বিধায়ক। ২০২৩ সালে অভিষেকের 'তৃণমূলে নবজোয়ার' যাত্রায় ইটাহারের রাস্তায় উপচে পড়া ভিড় আছড়ে পড়েছিল। জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক এই মিছিলে শামিল হবেন।

ঠান্ডায় শুনানি কেন্দ্রে ৮২ বছরের বৃদ্ধ, ক্ষোভ

নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে কেন্দ্রে অসুস্থ বৃদ্ধ মানবেন্দ্রনাথ রায়।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : অমানবিক কমিশন। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে কেন্দ্রে যেতে হল অশীতিপর বৃদ্ধকে। লাইনে দাঁড়িয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ ক্ষোভ উগরে দিলেন ধূপগুড়ির মানবেন্দ্রনাথ রায়। বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুনানির কথা বলেছিল কমিশন। তার কী হল? এই বলে প্রশ্নও তোলেন তিনি। মানবেন্দ্রবাবুর ছেলের অভিযোগ, শ্বাসকষ্টজনিত গুরুতর সমস্যায় ভুগছেন বাবা। শীতের মধ্যে তিনি সাধারণত ঘর থেকেও বের হন না। চিকিৎসকের কড়া নির্দেশ রয়েছে ঠান্ডা না লাগানোর। শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে, দু'জন না ধরলে চলাফেরা করাই সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। এরই মধ্যে হাজিরা দিতে হয়েছে। কমিশনের এই অমানবিকতা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং বলেন, নির্বাচন কমিশনের হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং তাদের নির্দেশের কারণে আজকে চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়েছেন বয়স্করা। শীতে কুয়াশার চাদরে ঢাকা শহরের মধ্যে টোটো-ভ্যান ভাড়া করে শুনানি ক্যাম্পে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছিল অসুস্থ এবং ঊর্ধ্ববয়সী মানুষদের বাড়িতে গিয়ে শুনানি করা হবে। কিন্তু কোথায় সেই নির্দেশ পালন করা হচ্ছে? আর আমাদের সহায়তা ক্যাম্পে কর্মীরা বসছে, কিন্তু কেন আজ নির্দিষ্ট সময় তাঁরা ছিলেন না, তা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

১২ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি পিএফ অফিস ঘেরাও

কল্কে পাবে না বিজেপি, চা-বাগানের ৪৮৩ বুথেই ফুটবে জোড়া ফুল: ঋতব্রত

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : চা-শ্রমিকদের কথা ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই বাগানে পৌঁছেছে উন্নয়নের আলো। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তার ফল দেখা যাবে। ৪৮৩ বুথেই ফুটবে জোড়া ফুল। নিশ্চিহ্ন হবে বিজেপি। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ানের সাংগঠনিক বৈঠকে এমনটাই বললেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনই শ্রমিকদের দাবি আদায়ে আগামী ১২ জানুয়ারি জলপাইগুড়িতে পিএফ দফতর ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠক প্রসঙ্গে ঋতব্রত বলেন, এই বৈঠকের বিষয়ে আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত জানান, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে চা-বাগানের বুথ স্তরে ভাল ফল করতে আমরা সংগঠনকে সাজানো শুরু করলাম। চা-শ্রমিকদের মজুরি সমস্যার কথা আমরা সরকারের মাধ্যমে সমাধান করার জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার অনুরোধ রাখব। কিন্তু সেই সব বৈঠকে শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নই থাকবে, কোনও এনজিও সেখানে যেন বসবার সুযোগ না পায় সেই অনুরোধ সরকারের কাছে আমরা রাখব। এ ছাড়া প্রায় ছয় ঘণ্টা চলা এই বৈঠকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে চা-বাগানের বুথগুলোকে শক্তিশালী করার কাজ তৃণমূল যে শুরু করে দিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বৈঠকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশচিক বরাইক, মহুয়া গোপ, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা প্রমুখ। মঙ্গলবার।

চা-বাগানে উদ্ধার হল চিতাবাঘের দেহ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মাটিয়ালি ব্লকের নাগেশ্বরী চা-বাগান থেকে উদ্ধার হল পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ। মঙ্গলবার সকালে বাগানের ২০ নম্বর সেকশনে ওই চিতাবাঘের দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর খবর দেওয়া হয় খুনিয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মৃত চিতাবাঘটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। এদিন

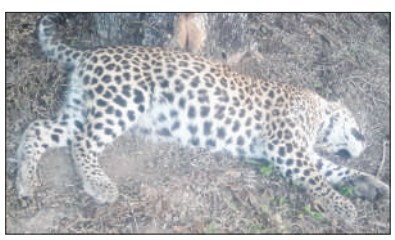

দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য লাটাগুড়ি প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। ময়নাতদন্তের পরেই কীভাবে চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে তা জানা যাবে। এদিকে চিতাবাঘের দেহ উদ্ধারের খবর চাউর হতেই ওই এলাকায় বহু মানুষের ভিড় হয়। উল্লেখ্য, এর আগে একাধিকবার এই নাগেশ্বরী চা-বাগানে চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল। এমনকী বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হানায় জখম হয়েছিলেন একাধিক শ্রমিক। পাশাপাশি বন দফতরের পাতা খাঁচায় বন্দিও হয়েছে একাধিক চিতাবাঘ।

গুলিবিদ্ধ সমর্থক

কালিয়াচকে শুটআউট। নিচুপাড়া এলাকায় গুলিবিদ্ধ এক তৃণমূল সমর্থক। ঘটনায় আহত হয়েছেন তাঁর পরিবারের আরও দু'জন সদস্য। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম জামালুদ্দিন শেখ। অভিযোগ, জল নেওয়ার নাম করে তাঁকে বাড়িতে ডেকে পাঠান অভিযুক্ত বাবর আলি। এরপর বাড়ির ভিতরেই গুলি চালানো হয়। গুলি লাগে জামালুদ্দিনের পিঠে। খবর পেয়ে ছুটে এলে তাঁর ছেলে সামিম শেখ ও ভাইপো সাদ্দাম শেখকেও বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। জামালুদ্দিন-সহ জখমরা মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দুর্ঘটনায় আহত

ঘন কুয়াশার দাপটে ফের বিপজ্জনক হয়ে উঠল মালদহ–মানিকচক রাজ্য সড়ক। মঙ্গলবার ভোরে মানিকচক থানার এনায়েতপুর কালীতলা এলাকায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন পাঁচজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে মালদহ থেকে মানিকচকের দিকে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছিল একটি চারচাকা গাড়ি, যাতে চারজন আরোহী ছিলেন। একই সময়ে মানিকচকের জালালপুর দিক থেকে বিড়ির পাতা বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান মালদহের দিকে আসছিল। তখনই ঘটে দুর্ঘটনা।

পাচারকারী ধৃত

বাইকের সিটের নিচে নিষিদ্ধ মাদক লাগিয়ে পাচারের চেষ্টা করেও শেষরক্ষা হল না। ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ধাদিয়াল তেঁতুলতলা এলাকা থেকে এক অসমের অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ব্যাঙ্কে গুলি, জখম শিশু-সহ পাঁচ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ব্যাঙ্কের নিরাপত্তারক্ষীর বন্দুক থেকে গুলি! জখম শিশু-সহ পাঁচজন। সোমবার শিলিগুড়ির বিধাননগরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে এসে চলল গুলি, আহত শিশু-সহ ৫ জন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দাবি, নিরাপত্তারক্ষীর বন্দুক থেকে আচমকা বেরিয়ে যায় গুলি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর ওই নিরাপত্তারক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয় বলে জানা যাচ্ছে। জখমরা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। জখম এক ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ, এই ঘটনা ঘটেছে ব্যাঙ্কের গাফিলতির জন্যই। এত গ্রাহক ওই ব্যাঙ্কে, কিন্তু মাত্র পাঁচজন কর্মীকে দিয়ে কাজ করানো হয়! সিকিউরিটি গার্ডকে দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। ঘাড়ে বন্দুক রেখে সে-সমস্ত কাজ করতে গিয়ে কোনও কারণে বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে এই বিপত্তি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

খেলা হবে টিমের মানবিক উদ্যোগ

সংবাদবাতা, রায়গঞ্জ : অনাথ শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে পালিত তৃণমূলের ২৯তম প্রতিষ্ঠাদিবস। রায়গঞ্জে মানবিক 'খেলা হবে টিম'। রাজনীতির ময়দানের পাশাপাশি সমাজসেবার আঙিনাতেও 'খেলা হবে'—এই বার্তাকে পাথেয় করে অনাথ শিশুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিলেন রায়গঞ্জের তৃণমূল নেতৃত্ব। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৯তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে এক অনন্য মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করল উত্তর দিনাজপুর জেলা খেলা হবে টিম। সংগঠনের জেলা সভাপতি রূপক শীল-এর নেতৃত্বে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন একঝাঁক নেতৃত্ব—রাজ্য সহ-সভাপতি কৌশিক দত্ত, জেলা সহ-সভাপতি শান্তনু দত্ত, জেলা সাধারণ সম্পাদক কুন্তল তালুকদার, জেলা কার্যকরী সভাপতি সাগর সরকার প্রমুখ।

আমার বাংলা
7 January, 2026 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সবংয়ে ৫০০-র বেশি রাস্তা-সংস্কার শুরু

সংবাদদাতা, সবং : এই প্রথম সবং ব্লকে একসঙ্গে প্রায় ৫০০ রাস্তার সংস্কার হচ্ছে। যা রেকর্ড। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রশাসনের আধিকারিক জানাচ্ছেন, অতিবৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতির জেরে ব্লকের বহু রাস্তা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। জেলার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ হয়েছে এই ব্লকে। এই রাস্তা সংস্কারের ফলে ব্লকের এক হাজারের বেশি গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন। ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই ধাপে ধাপে রাস্তা সংস্কারের কাজ হবে। সোমবার সবং ব্লকের বিষ্ণুপুর, মোহার, ভেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিনটি রাস্তার কাজের সূচনা হয়। ছিলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া প্রমুখ। মানস বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে একসঙ্গে এতগুলো রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়নি। সবং ব্লকে সিপিএমের আমলে একটি রাস্তার সংস্কার হয়েছিল। সবং ব্লকের মানুষের পাশে জেলা প্রশাসন সর্বদা থাকবে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাস্তার কাজের সূচনায় মনস ভুঁইয়া, গীতারানি ভুঁইয়া প্রমুখ।

পাশাপাশি সবংয়ের মানুষ যাতে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পান সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বহু এলাকার রাস্তা সংস্কারে হচ্ছে। এতে উপকৃত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সেই পথশ্রী-৪ প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুরে ৬৫৯টি রাস্তার সংস্কার হবে। প্রায় ৯১২ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কারে খরচ হবে প্রায় ৪৭৩ কোটি টাকা। প্রতিটি রাস্তা গড়ে এক থেকে দুই কিলোমিটার লম্বা। সবং ব্লকের বলপাই, ভেমুয়া, বুড়াল, দেভোগ, দশগ্রাম, মোহর-সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কাজ হবে। গুণমানের দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার কাজ শুরু হয়নি। সেগুলো দ্রুত শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লাউদোহা বালিজুরি বাইপাসের কাজ শুরু

উদ্বোধন মঞ্চে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লাউদোহার বালিজুরি ও বনগ্রাম বাইপাস রাস্তার কাজের শুভারম্ভ করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন রাস্তা। বিধায়ক কথা দিয়েছিলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রত্যেকটি রাস্তা সারাইয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। সেই মোতাবেক পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রত্যেকটি অঞ্চলে অঞ্চলে চলছে রাস্তা মেরামতের কাজ। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে এই বনগ্রাম লাউদোহা গ্রাম বাইপাস রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখোপাধ্যায়, চুমকি মুখোপাধ্যায়-সহ গ্রামবাসীরা। উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, পাণ্ডবেশ্বরে কুৎসা নয়, উন্নয়ন হয়। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রত্যেকটি রাস্তা ধীরে ধীরে মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আমাদের একটি মূলমন্ত্র, উন্নয়নে পাণ্ডবেশ্বর এগিয়ে পাণ্ডবেশ্বর।

ডেবরায় সাংসদ কার্যালয়ে এলেন দীপক অধিকারী ওরফে দেব। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, সাংসদ প্রতিনিধি রামপদ মান্না প্রমুখ। সাংসদ কার্যালয়ে এসে চা খেতে খেতে নেতাদের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে যান।

নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি সিদ্ধান্ত

জেলা উপমুখ্য স্বাস্থ্যকর্তাকে মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিশে তলব

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : এসআইআর শুনানিতে দূরবর্তী বুথে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে তলব জেলার স্বাস্থ্যকর্তাকে। তাই নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব স্বাস্থ্যকর্তা। এসআইআর ফর্মে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার তথ্য যথাযথভাবে দিতে না পারায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিশে জেলাস্তরের এক স্বাস্থ্যকর্তাকে শুনানির জন্য তলব করল নির্বাচন কমিশন। বাঁকুড়া জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পদে থাকা সজল বিশ্বাস আজ হাতে পেয়েছেন কমিশনের তলবি সেই নোটিশ। যে নোটিশ অনুযায়ী তাঁকে আগামী কাল শুনানিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি বিধানসভার এইআরওর কাছে শুনানিতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অযথা হয়রান করার অভিযোগ এনেছেন ওই স্বাস্থ্যকর্তা।

স্বাস্থ্যকর্তা সজল বিশ্বাস।

স্বাস্থ্যকর্তা হিসাবে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। কলকাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলায় সামলেছেন স্বাস্থ্য দফতরের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ। এবার তাঁর নাগরিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলে শুনানিতে তলব করল কমিশন। জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সজল বিশ্বাসের দাবি, ১৯৯০-৯১ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করার সময় থেকেই তিনি ভোট দিয়ে আসছেন। পরে চাকরির কারণে ১-২ বছর অন্তর বদলি হতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ২০০২ সালে তাঁর নাম কোথায় ছিল বা আদৌ ছিল কিনা, বলা কঠিন। সজলের দাবি, মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিশে এভাবে তলব করার অর্থ মানুষকে হয়রান করা।

ঝাড়গ্রামে ঢালাই রাস্তার কাজ সূচনা করলেন চিন্ময়ী মারান্ডি

ফিতে কেটে কাজের সূচনা করলেন চিন্ময়ী মারান্ডি, নিশীথ মাহাতো প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রোহিণী গ্রাম পঞ্চায়েতের টিকরপাড়া পুকুরপাড় থেকে ওলদা পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মাণকাজের শুভ সূচনা হয় মঙ্গলবার। প্রথমে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিশীথ মাহাতো নারকেল ফাটিয়ে কাজের সূচনা করেন। ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তার উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারাণ্ডি। উদ্বোধন উপলক্ষে সকলে রাস্তা জুড়ে ফুল ছড়ান এবং পরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তার উপর হেঁটে নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় জনপ্রতিনিধিরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাঁদের মতামত শোনেন। ছিলেন, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অঞ্জলি রায় দোলাই, জেলা পরিষদের দলনেতা কমলকান্ত রাউত, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, ব্লকের বিডিও অভিষেক ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাতো-সহ আরও অনেকে।

উপাচার্যের দুর্নীতি, অভিযোগ প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ামকের

সংবাদদাতা, নদিয়া : উচ্চশিক্ষা দফতরের কাছ থেকে নিয়োগপত্র পেয়ে পাঁচ মাস আগে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষানিয়ামক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বজিৎ দত্ত। আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিয়ামক ছিলেন। ২০২৩-এ অবসর গ্রহণ করেন। পাঁচ মাসের কার্যকালের পরেই গতকাল রাতে তাঁকে বরখাস্ত করেন কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিশ্বজিৎ। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে চলা সকল দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খোলায় তাঁকে এই রকম অপমানজনকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বর্তমান উপাচার্য তপতী চক্রবর্তী ভর্তি থেকে আর্থিক বিষয়ে প্রচুর দুর্নীতি করেছেন। ভর্তির ক্ষেত্রে ইউজিসির কোনও গাইডলাইন মানেননি, ফলে মেধাবীরা বঞ্চিত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন না মেনে সংরক্ষণ ছাড়াই ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়েছে। তৃতীয়ত, লাইব্রেরি নির্মাণ, পুজোর বোনাস, গাড়িভাড়ার অতিরিক্ত বিল-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। এর বিরুদ্ধে তিনি আওয়াজ তুলেছেন, উচ্চশিক্ষা দফতরকে অভিযোগ জানিয়েছেন এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখর হওয়ার কারণেই বর্তমান উপাচার্য তাঁকে বরখাস্ত করেছেন বলে অভিযোগ বিশ্বজিতের। এরপরে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সঠিক তদন্তের জন্য। জেলা তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি দিলীপ সিংহ জানান, একজন উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠা খুবই দুঃখজনক, অবিলম্বে এর তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন।

সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্বজিৎ দত্ত।

কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়

৮৫ বছরের উর্ধ্ব বৃদ্ধবৃদ্ধাদের বাড়িতে গিয়ে করতে হবে এসআইআর-এর শুনানি। কমিশনের তরফে জারি করা হয়েছে এমনই নির্দেশিকা। সেই নির্দেশ মেনে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল হোম হিয়ারিং প্রসেস। সোমবার মেদিনীপুর শহরের চারজন ভোটারের বাড়িতে গিয়ে হোম হিয়ারিং করেন মেদিনীপুর সদরের ইআরও তথা মহকুমাশাসক মধুমিতা মুখোপাধ্যায়। নথি সংগ্রহ করা হয় চারজনের কাছ থেকে। শুনানি নিয়ে কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেন নির্বাচন কমিশনের এই অধিকারিক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

7 January, 2026 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৭ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

বর্ধমানের স্পন্দন স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপ। চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। সোমবার উদ্বোধনে ছিলেন বিধায়ক খোকন দাস, জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, পুরপ্রধান পরেশচন্দ্র সরকার, আয়োজক সনৎকুমার নন্দী প্রমুখ

ছত্তিশগড়ে বাংলা বলায় বজরং দলের নিগ্রহ, মার খেলেন পুরুলিয়ার ৮ শ্রমিক

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ফের বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালি বিদ্বেষের অভিযোগ সামনে এল। বাংলায় কথা বলার অপরাধে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পুরুলিয়ার ৮ পরিযায়ী শ্রমিককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বজরং দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের রাইপুর জেলার কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত সুরজপুর এলাকায়। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে। পরে ছত্তিশগড় পুলিশের পক্ষ থেকে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জেলা পুলিশের সহায়তায় শ্রমিকদের সমস্ত নথি যাচাই করা হয়। যাচাই শেষে চার প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিককে পুরুলিয়ায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও বাকি চারজন নাবালক হওয়ায় আইনি জটিলতার কারণে আপাতত তাদের ফিরিয়ে আনা যায়নি। জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি জানান, ছত্তিশগড়ের সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিই। আহত চার শ্রমিককে সোমবারেই ছত্তিশগড় থেকে বাসে রাঁচি হয়ে নিরাপদে পুরুলিয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বাকি চারজনকে ফিরিয়ে আনতে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বর্তমানে ওই চার নাবালক শ্রমিককে ছত্তিশগড়ের একটি স্থানীয় হোমে রাখা

■ গ্রামে ফেরা তিন নিগৃহীত পরিযায়ী শ্রমিক।

হয়েছে। আহত শ্রমিকরা গ্রামে ফিরে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তাঁদের পরিবার। তবে এই ঘটনার পর আতঙ্কে ভুগছেন ওই শ্রমিকেরা। অনেকেই জানিয়েছেন, তাঁরা আর বাইরের রাজ্যে কাজে যেতে আগ্রহী নন। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে পুরুলিয়া মফসসল থানার চেপড়ি গ্রামের শেখ শরিফুল, শেখ জুলফিকার ও শেখ সাহিল এবং তেঁতলো গ্রামের আরবাজ কাজী, আড়শা থানার ভুরসু গ্রামের শেখ মিনাল ও শেখ ইসমাইল-সহ মোট ১১ জন শ্রমিক ছত্তিশগড়ের সুরজপুর এলাকার দুর্গা বেকারিতে কাজ করতে যান। গত রবিবার পারিশ্রমিক নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের ঝামেলা হয়। সেই সময় ৩ শ্রমিককে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রবিবার দুপুরে বাকি শ্রমিকেরা যখন পুরুলিয়ায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেই সময় স্থানীয় বজরং দলের সদস্যরা কারখানায় হানা দিয়ে ৮ জন শ্রমিককে মারধর করে। বাংলায় কথা বলায় তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। বারবার নিজেদের পরিচয়পত্র দেখালেও হামলাকারীরা কিছুতেই তা মানতে চায়নি। পরে পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। শেখ আসলাম জানান, বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে মারধর করা হচ্ছে। এটা চরম অন্যায় ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি বিকাশ দাস বলেন, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর এই অত্যাচার চালানো আসলে বাঙালি বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ। বাংলায় কথা বলার অপরাধে বাঙালিদের উপর হামলা হচ্ছে। অথচ তারাই আবার বাংলার ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া, এ এক চরম দ্বিচারিতা। তিনি আরও বলেন, বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে যারা বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ তাদের উপযুক্ত জবাব দেবে। বাঙালি বিদ্বেষীদের বাংলার মানুষই আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

আজ নেতাই দিবসে শহিদ তর্পণে প্রস্তুত ঝাড়গ্রাম

মন্ত্রী-বিধায়ক-সাংসদেরা বলবেন উন্নয়নের কথা

■ গত বছরের নেতাই দিবসের শহিদ স্মরণ মঞ্চ। ফাইল চিত্র।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : কয়েক মাস পরই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই নেতাই শহিদ দিবসকে কেন্দ্র করে জঙ্গলমহলে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই গ্রামে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান নিরীহ গ্রামবাসীরা। এর পরই বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহল-সহ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় সিপিএমের ভরাডুবি হয়। তার পর থেকেই জঙ্গলমহলে সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই চালায় তৃণমূল। লালগড়ের এই গ্রাম ঝাড়গ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত। এই কেন্দ্রের বিধায়ক বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তিনি বলেন, ৭ জানুয়ারি নেতাই দিবস আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ব্লক ও অঞ্চল স্তরে একাধিক প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। বিনপুর ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তারাচাঁদ হেমব্রম বলেন, এ বছরও নেতাই দিবস যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। রবিবার বৈতা ও ধরমপুরে পৃথক দুটি প্রস্তুতি বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা। সেখানেই বুধবারের কর্মসূচির চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হয়। প্রস্তুতি বৈঠকগুলিতে বিপুল সংখ্যক মানুষকে নেতাইমুখী করা এবং উন্নয়নের পাঁচালী-সহ বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচি জোরদার প্রচারের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, শহিদ স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, তৃণমূল রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, নেত্রী জয়া দত্ত-সহ বিধায়ক, সাংসদ ও দলীয় নেতৃত্ব।

উন্নয়নের সংলাপ : পাড়ায় পাড়ায় মহিলা তৃণমূল

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৬টি বুথে পাড়ায় পাড়ায় উন্নয়নের পাঁচালির মাধ্যমে 'উন্নয়নের সংলাপ' যাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেত্রীরা। ছিলেন প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, জেলা সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী, ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

সার-শুনানি চলাকালীন অসুস্থ ব্লক কৃষিকর্তা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : এসআইআর-শুনানির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মঙ্গলবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এইআরও তথা পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায়। সোমবার ব্লক অফিসে টানা কাজের মাঝেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে বিডিও বৃষ্টি হাজরা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে তাঁকে দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকদের মতে, রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল। বাড়িতে ছোট শিশু থাকায় সন্ধ্যায় তিনি বাড়ি যান। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেন জেলা তৃণমূল মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়।

বাদনা পরবের আগে আদিবাসীদের বস্ত্র বিলি করল সালানপুর তৃণমূল

সংবাদদাতা, সালানপুর : সালানপুর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাদনা উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার বস্ত্র বিলি কর্মসূচি পালিত হল। প্রথমে আল্লাডি এমএসকে স্কুলের ময়দান প্রাঙ্গণে সালানপুর, দেন্দুয়া, আল্লাডি ও বাসুদেবপুর জেমারি পঞ্চায়েতের আদিবাসী মহিলাদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোল পুর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। তারপর তিনি মালবহাল ফুটবল ময়দানে রূপনারায়ণপুর ও আছাড়া পঞ্চায়েতের আদিবাসী মহিলাদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। তিনি জানান, এ বছর ৬ হাজার নতুন শাড়ি বিলি করা হল। লক্ষ্য একটাই, বাদনা উৎসবে যাতে মহিলারা নতুন বস্ত্র পরতে পারেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৈলাসপতি মণ্ডল, সহ-সভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র, সালানপুর ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি ভোলা সিং, ব্লক এসসিএসটি সেল সভাপতি জয়েস হাঁসদা, মহম্মদ আরমান-সহ অনেকে।

■ বস্ত্র বিলি করছেন মেয়র বিধান উপাধ্যায়।

■ ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সূচনা হল সবুজ উৎসবের। খড়িকামাথানি ফুটবল ময়দানের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, সাংসদ কালীপদ সরেন, বিধায়ক দুলাল মুর্মু, ব্লক সভাপতি রমেশ রাউত, টিংকু পাল-সহ বিশিষ্টজনেরা।

পাঁশকুড়ায় রাস্তার শিলান্যাসে সাংসদ দেব

সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান। অবশেষে পাঁশকুড়ার দীর্ঘ ২১ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা হল মঙ্গলবার। মঙ্গলবার বিকেলে পাঁশকুড়ার মাইসোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোপালপুর থেকে দিয়াখালি রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ দীপক অধিকারী। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তমলুক সংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুজিত রায়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নেতৃত্ব অজিত মাইতি ও অন্যরা। দেব জানান, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে আমি দায়বদ্ধ। টেন্ডার জটিলতা কাটিয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজও দ্রুত গতিতে চলছে। শিগগিরই তার রূপায়ণ হবে। আমার তরফ থেকে যতটুকু করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি।

আইএনটিটিইউসি হলদিয়া কোর কমিটি

প্রতিবেদন : হলদিয়ায় আইএনটিটিইউসি'র কোর কমিটি ঘোষণা করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশিকা মেনে নতুন এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন তাপসী মণ্ডল। আহ্বায়ক হয়েছেন শ্যামল মাইতি। সদস্যরা হলেন অসীমশঙ্কর মাইতি, উৎপল বেরা, শেখ রফিকুল হাসান, রাকিবুল খান, গৌতম কোটাল ও মুস্তাক আলি দিন। এআইটিসির তরফে নতুন কমিটির সবাইকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

১০
৭ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

আমার বাংলা

7 January, 2026 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বান্দোয়ানে প্রতিবাদসভায় দেড়শো বিজেপি কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : আদিবাসীদের জল, জমি ও জঙ্গলরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও সেই আইন ভেঙে আদিবাসীদের জমি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ তুলে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস। পুরুলিয়ার আদিবাসী-অধ্যুষিত বন্দোয়ানে বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সভার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা সভা করে বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করল তৃণমূল। মঙ্গলবার বিকেলে বন্দোয়ান হাটতলায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দেন রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। ছিলেন তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান শান্তিরা মাহাতো, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক রাজীবলোচন সরেন প্রমুখ। বান্দোয়ানের এই জনসভায় বিজেপি থেকে দেড় শতাধিক কর্মী-সমর্থক যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দিলেন অরূপ চক্রবর্তী। সভা থেকে সুকান্তকে কটাক্ষ করে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, গত রবিবার পুরুলিয়া জঙ্গলমহলের আদিবাসী-অধ্যুষিত বন্দোয়ানের মঙ্গলাহাট মাঠে দাঁড়িয়ে সুকান্ত তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন এবং আদিবাসীদের কথা বলেছেন। অথচ সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি আদিবাসীদের জল-জমির অধিকাররক্ষায় একটি কথাও বলেননি! তাঁর আরও অভিযোগ, বিজেপি সরকার পরিকল্পিতভাবে আদিবাসীদের অধিকার খর্ব করতে নতুন আইন তৈরি করেছে। সংসদে বিল এনে আদিবাসীদের জল, জমি ও জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নিয়ে তা আম্বানি-আদানিদের মতো বড় বড় কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস সুকান্ত মজুমদারের নেই। অরূপের কটাক্ষ, এখানে এসে বড় বড় কথা বলা সহজ। কিন্তু সংসদে দাঁড়িয়ে আদিবাসীদের পক্ষে কথা বলার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি হাফপ্যান্ট মন্ত্রী। আদিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকায় জল-জমি-জঙ্গলরক্ষার প্রশ্নে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিত দেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

যোগদানকারীদের হাতে পতাকা দিচ্ছেন অরূপ চক্রবর্তী।

তারাপীঠের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন অভিষেক

তারা মাকে আরতি করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

প্রতিবেদন : রামপুরহাটের কর্মসূচির পর সভা শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারাপীঠের মন্দিরে গেলেন পুজো দিতে। অভিষেক আসছেন খবর পেয়েই হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে অপেক্ষা করতে থাকেন কখন আসবেন তাঁদের প্রিয় নেতা। অভিষেক আসবেন বলে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। তাতে মন্দিরে ঢোকার রাস্তার দু'ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন সাধারণ মানুষজন ও মন্দিরে আসা ভক্তেরা। অভিষেক তাঁদের হাতজোড় করে প্রতি নমস্কার করেন। তারপর মন্দিরের সেবাইত ও পুরোহিতদের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পুজো দেন। মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন এবং চামচে করে পরমান্ন তুলে দেন মায়ের মুখে। পুজো দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ ওঁকে দেখবার জন্য রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। অভিষেক ওঁদের উদ্দেশে হাত নাড়েন, কখনও গাড়ি থামিয়েও উপস্থিত মানুষদের প্রতি নমস্কার জানান।

আইএনটিটিইউসি

হাজার রক্তদাতা

সংবাদদাতা, নদিয়া : তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএনটিটিইউসি'র যৌথ উদ্যোগে আইএনটিটিইউসি সভাপতি সুবীর বিশ্বাসের প্রচেষ্টায় হাঁসখালি ব্লক-১-এ অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল রক্তদান শিবির। প্রায় এক হাজার শ্রমিক রক্ত দিয়ে নদিয়ায় নজির গড়েন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভা সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, ছাত্র পরিষদ চেয়ারপার্সন জয়া দত্ত, জেলা সভাপতি দেবাশিস গাঙ্গুলি, সনৎ চক্রবর্তী, দীপক বসু, ড. প্রসেনজিৎ মণ্ডল প্রমুখ।

সুপ্রিম-মামলা

(প্রথম পাতার পর)

প্রক্রিয়ায় হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশিকা জারি-সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এ-ছাড়াও এসআইআরের শুনানি-পর্বে যেভাবে সাধারণ বৈধ ভোটারদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গেরও উল্লেখ করে পিটিশন দাখিল করেছেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। নির্বাচন কমিশন এসআইআরের যে গাইডলাইন তৈরি করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় নতুন পিটিশনে। ১০১ পাতার একটি পিটিশন দাখিল করা হয় এদিন।

ও আমাদের 'আপন'

(প্রথম পাতার পর)

তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চোখের জলে অভিষেক জানিয়েছেন, মানুষের চোখের জলের দাম বিজেপিকে দিতে হবে!

বাংলায় কথা বলার জন্য বিজেপির হাতে বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া পাইকর গ্রামের বাসিন্দা সোনালি সোমবারই পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিষেক কথা দিয়েছিলেন, মঙ্গলবারই বীরভূমে সভা করতে গিয়ে সোনালি আর তাঁর সদ্যোজাতকে দেখতে যাবেন অভিষেক। সেইমতো এদিন সোনালি আর তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে বেরিয়ে এসে অভিষেক জানিয়েছেন, সমস্তরকম সাবধানতা অবলম্বন করে সোনালির সঙ্গে দেখা করলাম। এইসময় ইনফেকশনের ভয় থাকে, তাই বাচ্চাটিকে দেখতে যাইনি। কিন্তু সোনালি এবং তাঁর পরিবার শিশুটির নামকরণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। তাই সোনালির ছেলের নাম রাখলাম 'আপন'। বাংলায় কথা বলার জন্য 'পর' করে দিয়েছিল, কিন্তু ওরা তো আমাদেরই একজন! এই ক'টা মাস ওঁদের কত অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, আজ সবটা শুনলাম। দিল্লি পুলিশের অত্যাচার থেকে জোরজবরদস্তি বিএসএফকে দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করানো। একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর, দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। রাতের পর রাত বনে-জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে। নদী পেরিয়েছে, জঙ্গল পেরিয়েছে। পরবর্তীতে ঢাকায় পৌঁছলে বাংলাদেশ পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করেছে। মাসের পর মাস বাংলাদেশের জেলে কাটিয়েছে।

অভিষেক আরও বলেন, কেন্দ্র সরকার সোনালিদের ফেরাতে কোনও তৎপরতা দেখায়নি। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের আদেশে চাপে পড়ে তাঁকে ফেরাতে বাধ্য হয়েছে। যদিও তাঁর স্বামী দানিশ শেখ এখনও বাংলাদেশে আটকে রয়েছে। মানুষের এই কষ্ট আর চোখের জলের দাম বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। দানিশের কেসটা আজকে সুপ্রিম কোর্টে ছিল। কোর্ট জবাব চেয়েছিল, কিন্তু আবার সময় চেয়েছে কেন্দ্র। কারণ, তাদের কাছে কোনও সদুত্তর নেই।

এদিন সমাজমাধ্যমে সোনালি-সাক্ষাতের ভিডিও পোস্ট করেছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনালি ও তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলে, তাঁদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন অভিষেক। দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার বার্তাও পাশাপাশি সমস্তরকমভাবে সাহায্য করে সোনালির স্বামী দানিশকে দ্রুত দেশে ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সোনালির মুখে শুনেছেন, কীভাবে বৈধ নথিপত্র দেখানো সত্ত্বেও জোর করে তাঁদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছিল! অভিষেকের কাছে দেশে ফিরতে পারার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সোনালি। এক্স মাধ্যমে সেই ভিডিও পোস্ট করে সাংসদ লিখেছেন, মহাভারতে অহংকারের বশে দ্রৌপদীর মর্যাদা লঙ্ঘনের মতো ঘোরতর পাপের ফলেই কৌরবদের পতন ঘটেছিল। একজন গর্ভবতী মায়ের উপর অকথ্য নির্যাতন, অপমান ও চরম লাঞ্ছনার জন্য বর্তমান সময়ের দুর্যোধন-দুঃশাসনের জুটিকেও বাংলায় গণতান্ত্রিক প্রতিশোধের মুখোমুখি হতে হবে। সোনালিদের অনুরোধে তাঁর শিশুর নাম রেখেছি আপন। কারণ, পৃথিবীর কোনও শক্তি আমাদের আপন মানুষকে পর করে দিতে পারে না। ওরা আমাদের একজন, আমাদের আপন!

অমর্ত্যকেও নোটিশ!

(প্রথম পাতার পর)

ভোটার তালিকায় নামের বানান বা অনুরূপ ছোটখাটো তথ্যগত ভুল সম্পূর্ণই প্রযুক্তিগত। এর সঙ্গে ভোটারের যোগ্যতা বা শুনানি প্রক্রিয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। এই ভুল সংশোধনের ক্ষমতা আগেই বুথ লেভেল অফিসারদের দেওয়া হয়েছে, তাই এই নাম বিভ্রাটের সংশোধনও সংশ্লিষ্ট বিএলও-ই করবেন। অর্থাৎ, বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরেই মিটে যাবে।

এদিন নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে সার-শুনানির নোটিশ পাঠানোর তীব্র নিন্দা করে অভিষেক বলেন, আসতে আসতে শুনছিলাম, অর্মত্য সেনকে হিয়ারিংয়ের নোটিশ পাঠিয়েছে। অর্মত্য সেন, ভারতবর্ষের জন্য নোবেল জিতে এনেছেন। দেশের নাম যিনি বিশ্বসভায় বন্দিত করেছেন, যাঁকে দেখে, যাঁর মাধ্যমে দেশকে লোক চেনে, জানে, যাঁর হাত ধরে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, সেই অর্মত্য সেনকে এসআইআরের নোটিশ পাঠিয়েছে! এ-ছাড়াও অভিনেতা দেব ও ক্রিকেটার মহম্মদ শামিকে এসআইআরের নোটিশ পাঠানো নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, কালকে দেখছি বাংলা সিনেমার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অভিনেতা দেব, তাঁকে হিয়ারিং নোটিশ পাঠিয়েছে। মহম্মদ শামি, যিনি ওয়ার্ল্ড কাপে খেলেন, দেশের জন্য বিশ্বকাপ জিতেছেন তাঁকে এসআইআরের নোটিশ পাঠিয়েছে! নোটিশ পাঠিয়ে আনম্যাপ করে দেওয়ার চক্রান্ত। যারা বাংলার মানুষকে আনম্যাপ করতে চায়, সেই বিজেপির ছাইপাঁশগুলিকে বাংলা থেকে চিরতরে বিদায় করুন।

অকালমৃত্যু ৪ জনের

(প্রথম পাতার পর)

পরিবারের অভিযোগ, শুনানির লাইনে দাঁড়িয়েই শারীর খারাপ হয় তাঁর। কল্যাণী গান্ধী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে যান সাংসদ পার্থ ভৌমিক। কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। এদিন ডাবগ্রামে বাড়ি থেকেই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় মহম্মদ খাদেমের। পরিবারের অভিযোগ, তালিকায় নাম ছিল না। শুনানির নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই মানসিক চাপে ছিলেন খাদেম। ভিটেমাটি হারানোর আতঙ্কে ভুগছিলেন। অবশেষে আত্মহত্যা। খবর পাওয়ামাত্রই এদিন মৃতের বাড়িতে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শোকার্ত পরিজনদের পাশে থাকার কথা দেন। এদিকে, এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেন কোচবিহারের হলদিবাড়ির সুভাষ বর্মন(৪৫)। বাড়ির পিছনে বাঁশঝাড় থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পেশায় গৃহশিক্ষক ছিলেন সুভাষ। তাঁর বাবা শশীকান্ত বর্মনের অভিযোগ, ছেলের স্ত্রীর এসআইআর নথিতে বাবার নামের জায়গায় দাদার নাম থাকায় সংশোধনের চিন্তায় ছেলে কিছুদিন থেকে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যদি তাঁর স্ত্রীকে বাংলাদেশে পাঠানো হয় বা ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়, তবে তাঁদের দুই নাবালক সন্তানের ভবিষ্যৎ কী হবে? এই চিন্তা থেকেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পরিবারের। বিএলও মৌসুমি পারভিন এ-ব্যাপারে জানান, সুভাষ বর্মনের নিজের নামে কোনও সমস্যা ছিল না। সমস্যা ছিল তাঁর স্ত্রী পরিচয়ের ক্ষেত্রে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়, বাবার নামের জায়গায় দাদার নাম ছিল। তিনি বিষয়টি সমাধানযোগ্য বলে আশ্বস্ত করলেও ওই গৃহশিক্ষক এই বিষয় নিয়ে গভীর মানসিক চাপে ছিলেন। কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান। একই আতঙ্কে ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় হলদিবাড়ির মলিন রায়ের। এদিনই আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে যান কেন্দ্রে। শিলিগুড়ির ৭৭ বছরের বৃদ্ধ হিমাংশুমোহন বিশ্বাস লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইসলামপুরে ভাঙা পায়ে শুনানি কেন্দ্রে পৌঁছন করিশ্মা খাতুন। এসব ঘটনার পর কমিশনের অমানবিকতার প্রশ্ন তুলে উঠেছে নিন্দার ঝড়।

মৃত্যুর খবর পেয়ে কল্যাণী গান্ধী হাসপাতালে পার্থ ভৌমিক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুরেশ কালমদি (৮১)। দীর্ঘ অসুস্থতার পর মঙ্গলবার ভোরে পুণের দীননাথ মঙ্গেশকর হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে

দিল্লি দরবার

7 January 2026 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

হাড়কাঁপানো শীতের দাপট

শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা ৮ রাজ্যে, বন্ধ স্কুল

নয়াদিল্লি : জাঁকিয়ে শীত বা হাড়কাঁপানো ঠান্ডা বললে খুবই কম বলা হয়, আসলে শীতে একেবারে জবুথবু দশা উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের। বাংলা-সহ পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতেও চলছে শীতের দাপাদাপি। তবে রীতিমতো শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতির মুখোমুখি পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়। এই ৮টি রাজ্যে জারি করা হয়েছে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা। জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল এবং উত্তরাখণ্ডে সতর্কতা জারি করা হয়েছে ভারী তুষারপাতেরও। বুধবার থেকেই প্রকৃত অর্থেই হাড়হিম করা ঠান্ডার দাপট দেখা যাবে এইসব অঞ্চলে। শুধু অসহ্য ঠান্ডা বিলিয়েই ক্ষান্ত হবে না প্রকৃতি, বৃহস্পতিবার থেকে ঝরতে পারে বারিধারাও। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে বৃষ্টিরও পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের যথাক্রমে ২৪টি এবং ২০টি জেলায় স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

ঠিক কেমন ছিল মঙ্গলবারের পরিস্থিতি? মৌসম ভবনের তথ্য বলছে, মধ্যপ্রদেশের বেশিরভাগ শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। সোমবার ছতরপুর-নওগাঁওয়ের পারদ নেমে ঠেকেছিল ১ ডিগ্রিতে। গত দু'দিন ধরেই রাজস্থানের ৭টি শহরের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। মাউন্ট আবুতে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে একটানা ৩ দিন। উত্তরাখণ্ডের মুনসয়ারিতে সোমবার ছিল শীতলতম দিন। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। উত্তরকাশীর গঙ্গোত্রীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে হিমাঙ্কের ২১ ডিগ্রি নিচে। কাশ্মীরের গুলমার্গ আর হিমাচলের লাহুল-স্পিতির তবো সোমবার সাক্ষী হয়েছে মরশুমের শীতলতম দিনের। সবমিলিয়ে বেড়েই চলেছে শীতের দাপট।

দিল্লির বায়ুদূষণ, কেন্দ্রীয় কমিশনকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি : দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে 'অনিচ্ছুক' মনোভাব প্রদর্শনের জন্য কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের কঠোর সমালোচনা করল সুপ্রিম কোর্ট। করল ভর্ৎসনাও। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ এই বিধিবদ্ধ সংস্থাকে অবিলম্বে বিষয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি যৌথ বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিয়েছে। আদালত জানিয়েছে যে, দূষণের প্রকৃত কারণগুলো শনাক্ত করে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিকারের উপায় সম্বলিত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। শুনানির সময় আদালত মন্তব্য করে যে, দূষণের সঠিক কারণ নির্ণয় বা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজতে কমিশনের মধ্যে কোনও তাড়া দেখা যাচ্ছে না, যার ফলে আদালতকে এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। দিল্লি-এনসিআর-এর বায়ুদূষণ সংকট নিয়ে শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট দূষণের কারণগুলোকে বেছে বেছে দায়ী করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং জোর দিয়েছে যে, যেকোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুমানের বদলে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। আদালতের পর্যবেক্ষণ করেছে যে, দূষণের জন্য বাস এবং ট্রাককে দায়ী করা সহজ, কিন্তু গণপরিবহণ বন্ধ হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ কীভাবে যাতায়াত করবে তা ভাবা প্রয়োজন। অন্য কারণগুলো যথাযথ মূল্যায়ন না করেই প্রায়শই কৃষকদের ওপর সম্পূর্ণ দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ের উদাহরণ টেনে আদালত মনে করিয়ে দেয় যে, সেই সময়ে খড় পোড়ানো বা 'স্টাবাল বার্নিং' চরম পর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও দিল্লির আকাশ পরিষ্কার ছিল।

নেপথ্যে কেন্দ্রের ব্যর্থতা ■ নাকি বিজেপির নীরব প্রশ্রয়?

বেশি দামে ওষুধ বিক্রি করে মাত্র ৯ মাসে আয় প্রায় ১০ হাজার কোটি

নয়াদিল্লি : মোদি সরকারের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশে অবাধে চলছে নির্ধারিত ঊর্ধ্বসীমার থেকে অনেক বেশি দামে ওষুধ বিক্রি। বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে এই বেআইনি ব্যবসা। সরকারি তথ্যই বলছে, ফেলে আসা ২০২৫ সালের গোড়া থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে ওই সংস্থাগুলোর ঘরে ঢুকেছে মোট ১০,০১৩.৩ কোটি টাকা। এই টাকার পুরোটাই ওভারচার্জিংয়ের ফসল। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি বা এনপিপিএর রিপোর্টেই উঠে এসেছে এই উদ্বেগজনক তথ্য। প্রশ্ন উঠেছে, ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে একের পর এক সরকারি নির্দেশিকা জারি হওয়া সত্ত্বেও কেমন করে সম্ভব হল এই ওভারচার্জিং? নেপথ্যে কেন্দ্রের নজরদারির অভাব, নাকি বিজেপির নীরব প্রশ্রয়? বেআইনিভাবে ওষুধের এই অতিরিক্ত দামের বোঝা তো আসলে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে

সাধারণ মানুষের ঘাড়েই। সব জেনেও নীরব কেন মোদি সরকার? সরকারি তথ্যেই অনাবৃত হয়েছে সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য। নথিতেই দেখা যাচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি ওষুধের ফর্মুলেশন থেকেই আদায় হয়েছে ১০০০ কোটি টাকারও বেশি অতিরিক্ত দাম। তা হলে মোদি সরকারের ভূমিকাটা কী?

অথচ এই অনিয়ম ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে চলতি আইনেই। কী সেই পদক্ষেপ? নির্ধারিত দামের বেশি মূল্যে ওষুধ বিক্রি ধরা পড়লে অতিরিক্ত আদায় করা পুরো টাকাটাই সুদ-সহ ফেরত দিতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। কিন্তু বাস্তবের ছবিটা ঠিক উল্টো। আপিল, মামলা এবং প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বছরের পর বছর ঝুলে থাকছে আদায়ের পুরো প্রক্রিয়াটাই। ২০২৫ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওভারচার্জিং খাতে আদায় হয়েছে মাত্র ১,৪৮৭.১ কোটি টাকা। সরকারি হিসাবই বলছে এই খাতে বকেয়ার অঙ্ক ৮,৫২৬.১ কোটি টাকা। মোদি সরকারের ব্যর্থতাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রের তথ্যই।

মোদি সরকারের শ্রমিক বিদ্বেষ

ছাঁটাই 'হ্যাল'-এর ১০৫০ কর্মী প্রতিবাদে সোচ্চার তৃণমূল

নয়াদিল্লি : বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল মোদি সরকার। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা দূর অস্ত, প্রতি বছরে কত বেকারের চাকরি দিয়েছে তারা সেই পরিসংখ্যান পর্যন্ত দেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার। এই আবহেই সামনে এসেছে মোদি সরকারের শ্রমিক বিদ্বেষ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে দেশের অন্যতম বিখ্যাত রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড বা 'হ্যাল'-এর ১০৫০ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে এবার তাদের চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এই কর্মীরা ২০১৬ সাল থেকে হ্যাল-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেন তাঁদের সরানো হচ্ছে সেই বিষয়ে হ্যাল কর্তৃপক্ষ কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়নি। উল্টে হ্যাল সূত্রে দাবি করা হয়েছে, যেহেতু এই ১০৫০ জন হ্যালে কাজ করতেন চুক্তির ভিত্তিতে, সেহেতু তাঁদের চাকরি খারিজ করে নতুন লোক নিয়োগ করার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে।

মোদি সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় এই ধরনের শ্রমিক-বিদ্বেষী ঘটনা বন্ধ করার জন্য দাবি জানিয়ে দেশের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়েছে। এই বিষয়ে সরাসরি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে তারা। এর পরেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা মোদি সরকারের অন্য কোনও স্তর থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়নি। একইরকমভাবে নীরব প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নিজে। সরকারের এই শ্রমিকবিরোধী

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে বিজেপি

পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান প্রকাশ করতে গিয়ে মঙ্গলবার তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ দোলা সেন বলেন, সেল থেকে ভেল, রেল থেকে বিএসএনএল, সবকিছুর বেসরকারীকরণের পথে, ২০১৯ সাল থেকে মোদি সরকার এই কাজ শুরু করেছে। চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। শ্রম আইন তোয়াক্কা না করে দেশের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মোদি সরকার যা ইচ্ছে তাই করেছে। গোটা দেশে শ্রমিকরা আক্রান্ত।

দিল্লি মেট্রো আবাসনে আগুন হত একই পরিবারের ৩ জন

নয়াদিল্লি : মঙ্গলবার ভোরে আচমকাই আগুন লেগে গেল দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের স্টাফ কোয়ার্টারে। দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির আদর্শ নগর এলাকায় পাঁচতলা আবাসনে। স্বামী-স্ত্রী এবং ১০ বছরের মেয়ে তখন গভীর ঘুমে। আচমকা আগুন লাগায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসারও সুযোগ পাননি স্বামী অজয় (৪২) স্ত্রী নীলম (৩৮) এবং ১০ বছরের মেয়ে জাহ্নবী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। আগুনের খবর পেয়ে দমকলের ৬ ইঞ্জিন ছুটে আসে। পাঁচতলায় ঘটনাটি ঘটায় দমকলকর্মীদের রীতিমতো বেগ পেতে হয় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। আগুনের কারণ খুঁজে বার করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং দমকল। নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। আগুনের কারণ শট সার্কিট কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গুপ্তচর সন্দেহে ধৃত কিশোর

চণ্ডীগড় : পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পাঞ্জাবের পাঠানকোট থেকে গ্রেফতার করা হল ১৫ বছরের এক কিশোরকে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে পাকগুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের এক হ্যান্ডেলারের সঙ্গে গত এক বছর ধরে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল ওই কিশোরের। পহেলগাঁও-সন্ত্রাসের সঙ্গে ওই কিশোরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও যোগাযোগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কী কী তথ্য পাচার হয়েছে তা জানার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে হরিয়ানার আম্বালায় যৌনতার ফাঁদে পড়ে সেনা ও বায়ুসেনার তথ্য পাচারের অভিযোগে একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী সুনীলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বেসরকারি এই সংস্থাটি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, কিশোর-কিশোরীদের বেছে নিয়ে চরবৃত্তির কাজে লাগাচ্ছে আইএসআই।

ধৃত বিজেপি কাউন্সিলর

দেরাদুন : এক যুবককে গুলি করে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল বিজেপি এক কাউন্সিলরকে। রবিবার রাতে উত্তরাখণ্ডে হলদোয়ানি থানা এলাকায় নীতিন লোহানি নামে ওই যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় কাউন্সিলর অমিত।

হাসপাতালে সোনিয়া

নয়াদিল্লি : শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে সোমবার রাতে দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দিল্লির প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং দূষণের কারণেই তিনি অসুস্থবোধ করেন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। রাখা হয়েছে পর্যবেক্ষণে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার সকালে কেঁপে উঠল জাপানের মাটি। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.২। সুনামি সতর্কতা জারি করা না হলেও বুলেট ট্রেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনকে সমর্থন শান্তির নোবেলজয়ী নেত্রীর!

ট্রাম্পেরই নোবেল পাওয়া উচিত ছিল : মাচাদো

অসলো : নিজের দেশ ভেনেজুয়েলায় আমেরিকার আগ্রাসন এবং নজিরবিহীনভাবে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক অপহরণ ও বন্দি করার ঘটনাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূয়সী প্রশংসা করলেন শান্তির নোবেলজয়ী তথা ভেনেজুয়েলার নেত্রী মারিও মাচাদো। এর আগেও নানা ইস্যুতে নিজের দেশ ভেনেজুয়েলা নিয়ে ট্রাম্পের সমস্ত পদক্ষেপকে সমর্থন করে এসেছেন মাচাদো। ভেনেজুয়েলায় কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটাতে সামরিক হস্তক্ষেপেরও আহ্বান জানান ট্রাম্পপন্থী এই নেত্রী। তবে নিজের দেশের রাজধানীতে মার্কিন আগ্রাসনকে যেভাবে ঢালাও সমর্থন করলেন শান্তির নোবেলজয়ী, তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত, মার্কিন মুলুকে ট্রাম্পের আগ্রাসনের প্রতিবাদ এবং বিশ্বের বহু দেশ মাদুরোকে মুক্তির পক্ষে সওয়াল করলেও খোদ ভেনেজুয়েলার নেত্রী যেভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের আগ্রাসনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তাতে ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রতি পদক্ষেপে মার্কিন হস্তক্ষেপের আশঙ্কাই বাড়াচ্ছে। মাচাদোর মতো নেত্রী যদি ভবিষ্যতে ভেনেজুয়েলার শীর্ষপদে আসেন তাহলে আমেরিকার পুতুল সরকার গঠন এবং সে-দেশের তেলভাণ্ডারকে

পুরোপুরি গ্রাস করা আরও সহজ হবে।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আমেরিকা অপহরণ করে বন্দি করার পর থেকেই আরও একবার আলোচনা শুরু হয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশটির বিরোধী দলনেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে নিয়ে। ২০২৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন 'ট্রাম্পপন্থী' এই নেত্রী। প্রথমে অনেকেই মনে করেছিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার ক্ষমতার রাশ যেতে চলেছে মাচাদোর হাতে। কিন্তু তেমন হয়নি। ট্রাম্প জানান, নিজের দেশেই মাচাদোর পক্ষে যথেষ্ট জনসমর্থন নেই। তবে এবার অসলোয় বসে মাচাদো জানালেন, অক্টোবরের পর থেকে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা হয়নি তাঁর। এর পাশাপাশি ভেনেজুয়েলার অস্থিরতার আবহে নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মাচাদো জানালেন, এই শান্তি পুরস্কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পেরই পাওয়া উচিত ছিল। ঘটনাচক্রে, অতীতে ভেনেজুয়েলা নিয়ে ট্রাম্পের সমস্ত পদক্ষেপকে সমর্থন করে এসেছেন মাচাদো।

ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী সোমবার ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি গত ১০ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, যেদিন নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তার পর থেকে ওঁর সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি। মাদুরোর আমলে ভেনেজুয়েলায় এক বছরেরও বেশি আত্মগোপন করে থাকার পর গত মাসে নরওয়েতে নোবেল শান্তি পুরস্কার সংগ্রহ করতে যান মাচাদো। এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন নরওয়ের অসলোতে। মাচাদো জানিয়েছেন, দ্রুত দেশে ফিরবেন তিনি। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, আমেরিকার পদক্ষেপ মানবতা, স্বাধীনতা এবং মানবিক মর্যাদার জন্য কার্যকরী হবে। মাচাদোর কথায়, কারাকাসে ঢুকে হামলা এবং মাদুরোকে বন্দি করার জন্য ৩ জানুয়ারি দিনটি শুধু ভেনেজুয়েলার জন্যই নয়, বরং মানবতার জন্যও একটি মাইলফলক হিসাবে ইতিহাসে লেখা থাকবে।

রোখা গেল না অভিষেককে

(প্রথম পাতার পর) বীরভূমে আপনাদের কাছে এসেছি। মাথা নত করিনি বিজেপির কাছে। তৃণমূল কারও কাছে মাথা নত করবে না। এবার বীরভূমে ১১-০ ফলে জেতাতে হবে তৃণমূলকে। যে-চক্রান্ত বিজেপি করেছে, তার যোগ্য জবাব দিতে হবে। মনে রাখবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতলে বাংলার ১০ কোটি মানুষ শান্তিতে থাকবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর বিজেপি জিতলে ধর্মে-ধর্মে আঘাত, বিভাজন আর অন্তর্ঘাত।

দলের কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, আগামী দিনে ভোট চাইতে গেলে বিজেপিকে রিপোর্ট কার্ড চান। বলুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ১৫ বছরের রিপোর্ট কার্ড 'উন্নয়নের পাঁচালি' আকরে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনারা আগে ১১ বছরের রিপোর্ট কার্ড দিন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি উন্নয়নের হিসাব দেন, বিজেপি কেন দেবে না? শুধু বড় বড় ভাষণ আর ভাঁওতা দিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। এর পরই অভিষেকের পরামর্শ, বীরভূমের নেতা-কর্মীরা দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিন। আমরা ঘাসফুলের দল, যত প্রহার করবে, তত শক্তিশালী হবে তৃণমূল। ওরা ভেবেছিল, তৃণমূলকে ধমকে-চমকে চোখ নাচিয়ে মা-মাটি-মানুষের সরকারের টাকা, গরিব মানুষের টাকা আটকে শিক্ষা দেবে। কিন্তু যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন বাংলার কোনও প্রকল্প বন্ধ করতে পারবে না। বছরে ২৮ হাজার কোটি টাকা খরচ করে ৪-৫ বছর ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছে সরকার। আর যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিচ্ছেন, বিজেপি নেতারা তাঁদের বাড়িতে বন্দি করে রাখার নিদান দিচ্ছেন। আমি বলছি যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, ততদিন আপনাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দিকে চোখ তুলে তাকানোর ক্ষমতা নেই। যেভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন, সেভাবে সারাজীবন পাবেন। ২০২১ সালে বিজেপি গোহারা হওয়ার পর আজ পর্যন্ত বাংলার বকেয়া পাওনা ২ লক্ষ কোটি। বাংলার ২ কোটি ৭৪ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারের কাজ কেড়ে নিয়েছে একশো দিনের কাজে। গরিবের আবাসের বাড়ির টাকা বন্ধ। সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা বন্ধ। আগামী নির্বাচনে বিজেপির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বন্ধ করে তাদের বিদায় করতে হবে।

বৈঠক : বীরভূম থেকে ফেরার পথে বর্ধমানে জাতীয় সড়কের ধারে একটি হোটেলে বর্ধমানের তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক।

চক্রান্তের অ্যাপ, তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর) তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ভুলভাল (কাজ) করছে কমিশন। জীবিতদের মৃত দেখাচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের নাকে নল পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং অ্যাপ করেছে বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে। এগুলো অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক। উল্লেখ্য, বাংলায় এসআইআর-প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তৃতীয়বার চিঠি লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার গঙ্গাসাগর থেকে নতুন সেতুর শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের হয়ে তিনি নিজেও সওয়াল করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরাও আইনের সাহায্য নিচ্ছি। আগামী কাল (মঙ্গলবার) কোর্ট খুলবে। আমরাও আদালতে যাব। এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যেভাবে হেনস্থা করছে, তার বিরুদ্ধে আদালতে যাব। প্রয়োজন পড়লে নিজেও অনুমতি চাইব। দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে প্লিড করব। মানুষের হয়ে কথা বলব। আমি আইনজীবী। কিন্তু আইনজীবী হয়ে যাব না। সাধারণ নাগরিক হিসাবে যাব। আমি আমার কথা বলতেই পারি। কথা বলার অনুমতি নেব। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব, তৃণমূল স্তরে কী চলছে, কী ভাবে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে। এদিন ফের একবার গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজনের কথা বলে সকলকে আহ্বান জানান।

২৪ ঘণ্টাতেই বাংলাদেশে খুন ২ সংখ্যালঘু যুবক

ঢাকা: বাংলাদেশে আবার কুপিয়ে খুন করা হল এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে। সোমবার সন্ধ্যাতেই যশোরে গুলি করে মারা হয়েছিল রাণাপ্রতাপ বৈরাগী নামে বছর চল্লিশের এক সাংবাদিককে। এদিনই বেশি রাতে নরসিংদী জেলার পলাশ থানা এলাকায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হল শরৎমণি চক্রবর্তী নামে এক ব্যবসায়ীকে। চরসিন্দুর বাজার এলাকায় একটি মুদির দোকান ছিল ওই যুবকের। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ৯টার পর ঘটনাটি ঘটে। চরসিন্দুর বাজার লাগোয়া এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী ছুরি এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়ে শরৎমণির উপরে। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে চম্পট দেয় আততায়ীরা। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা

■ নিহত শরৎমণি চক্রবর্তী

হয়নি। পথেই মৃত্যু হয় শরতের। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে এই নিয়ে দু'জন সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে খুন করা হল ইউনুসের বাংলাদেশে। দিনকয়েক আগেই শরিয়তপুরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল খোকন দাস নামে এক ব্যবসায়ীর। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ময়মনসিংহের দীপু দাসকে উন্মত্ত জনতা পিটিয়ে, গাছে ঝুলিয়ে, পুড়িয়ে হত্যা করার পর থেকে বাংলাদেশে একের পর এক ঘটে চলেছে সংখ্যালঘু নিধন। এরমধ্যে ঢাকা রাজবাড়ি এলাকায় পিটিয়ে খুন করা হয়েছে অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট নামে এক যুবককেও। অনির্বাচিত ইউনুস জমানায় সংখ্যালঘুদের জীবন-জীবিকা-নিরাপত্তায় বিপন্নতার এই ছবি অন্ধকার বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাকেই প্রকট করছে।

শেয়ার বাজারের ৭,৬০৫ কোটি টাকা সরাল বিদেশি বিনিয়োগকারীরা

নতুন বছরের শুরুতেই ধস

নয়াদিল্লি : ২০২৬ সালের শুরুটাও ভারতীয় শেয়ার বাজারের জন্য সুখকর হল না। বছরের মাত্র প্রথম দুটি লেনদেনের অধিবেশনে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (এফপিআই) ভারতীয় ইক্যুইটি বাজার থেকে ৭,৬০৮ কোটি টাকা (প্রায় ৮৪৬ মিলিয়ন ডলার) তুলে নিয়েছেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর তথ্য অনুযায়ী, ১ ও ২ জানুয়ারির মধ্যেই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বাজার থেকে বেরিয়ে গেছে, যা গত বছরের ধারাবাহিক বিক্রির ধারাকেই বজায় রেখেছে। ২০২৫ সালেও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা রেকর্ড পরিমাণ শেয়ার বিক্রি করেছিলেন, যার মোট অঙ্ক ছিল প্রায় ১.৫৮ লক্ষ কোটি টাকা। মূলত রুপির ক্রমাগত দরপতন, আমদানি শুল্ক নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং ভারতীয় শেয়ারের অতিরিক্ত মূল্যায়নের আশঙ্কাই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এই লাগাতার বিক্রির চাপ সরাসরি প্রভাব ফেলেছে ভারতীয় মুদ্রার ওপর। ২০২৫ সালে ডলারের তুলনায় রুপির মান প্রায় ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, যখনই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাজার থেকে টাকা তুলে

নেন, তখন তাঁরা তাঁদের অর্জিত টাকাকে ডলারে রূপান্তরিত করে নিজেদের দেশে ফেরত নিয়ে যান। এর ফলে বাজারে ডলারের চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং বিপরীতে টাকার চাহিদা কমে গিয়ে তার বিনিময় মূল্যে ধস নামে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কেবল মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত—অর্থাৎ বছরের মাত্র চারমাস নিট ক্রেতা হিসেবে ছিলেন। ঘরোয়া বাজারে খরচ এবং কর্পোরেট মুনাফায় উন্নতির লক্ষণ থাকলেও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার অনীহা স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

গত বছর বিশ্বের প্রধান শেয়ার বাজারগুলোর মধ্যে ভারতের পারফরম্যান্স ছিল সবচেয়ে দুর্বল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দ্রুত তাঁদের পুঁজি ভারত থেকে সরিয়ে অন্য লাভজনক এবং নির্ভরযোগ্য বাজারে সরিয়ে নিচ্ছেন। বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এফপিআই-রা সাধারণত 'রিস্ক-অন' এবং 'রিস্ক-অফ' কৌশলে বিশ্বাসী। বর্তমানে অন্য দেশগুলো যেখানে দ্রুত এবং আকর্ষণীয় রিটার্নের সুযোগ দিচ্ছে, সেখানে ভারতীয় বাজারে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ ধরে রাখার কোনো জোরালো যুক্তি তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। এই প্রবণতা বজায় থাকলে আগামী দিনে ভারতীয় শেয়ার বাজার এবং টাকার স্থিতিশীলতা আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাঁচা ব্রকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপির মতো ক্রুসিফেরাস সবজি বেশি পরিমাণে খাবেন না, অতিরিক্ত আয়োডিনযুক্ত খাবার, ভাজা ও চর্বিযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত চিনি এবং গ্লুটেনযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন থাইরয়েডে

স্টেথোস্কোপ

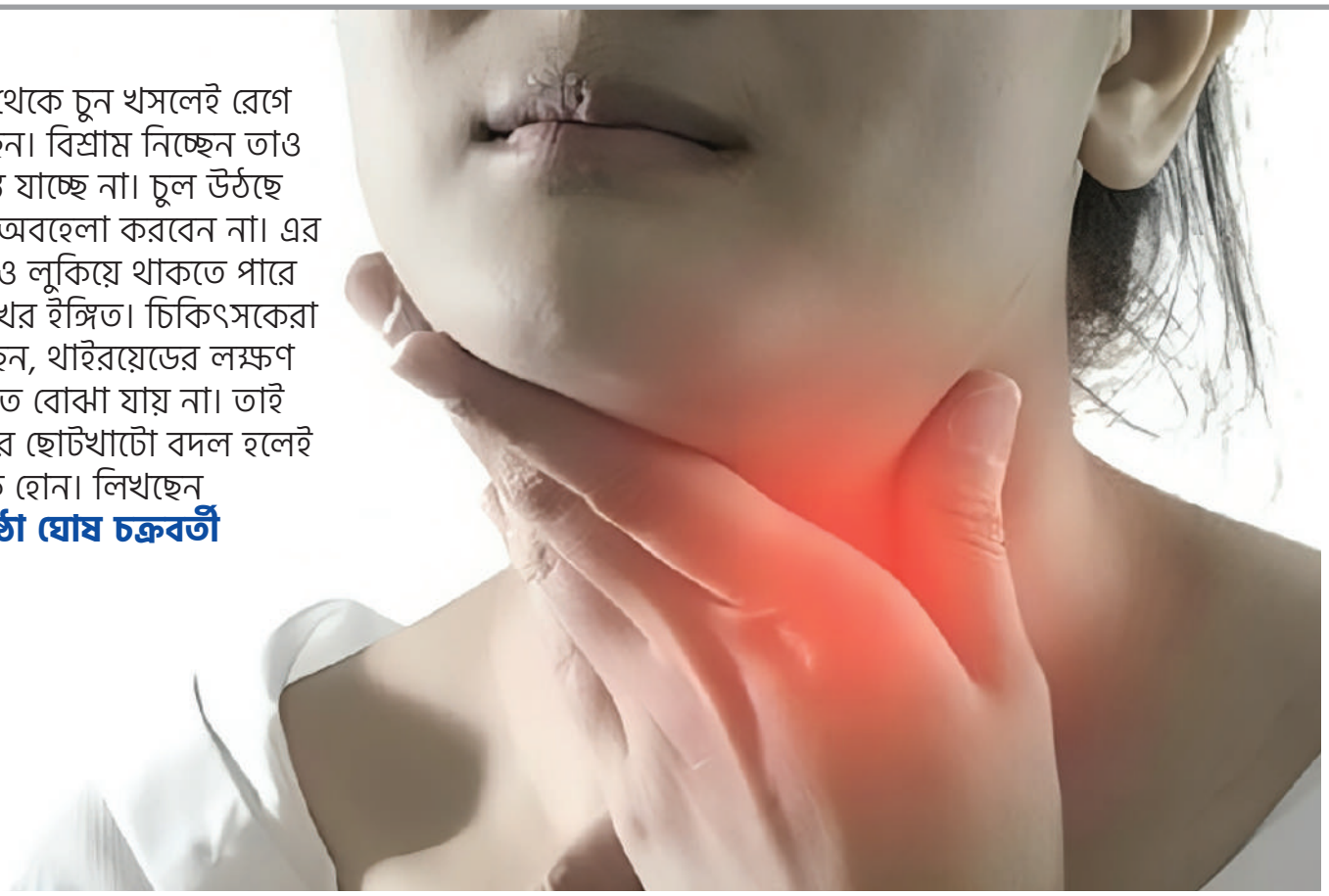

পান থেকে চুন খসলেই রেগে যাচ্ছেন। বিশ্রাম নিচ্ছেন তাও ক্লান্তি যাচ্ছে না। চুল উঠছে খুব। অবহেলা করবেন না। এর মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে অসুখের ইঙ্গিত। চিকিৎসকেরা বলছেন, থাইরয়েডের লক্ষণ শুরুতে বোঝা যায় না। তাই শরীরে ছোটখাটো বদল হলেই সতর্ক হোন। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

থাইরয়েড সচেতনতায়

জানুয়ারি হল থাইরয়েড-সচেতনতা মাস। এটা এমন এক রোগ যা বাড়লে যে-কেউ চলে যেতে পারেন ভীষণ ডিপ্রেশনে। থাইরয়েড ডিজর্ডার এবং তা থেকে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে, এই রোগের বিভিন্ন লক্ষণ বা উপসর্গ সম্পর্কে ধারণা দিতে এবং দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার বিষয় সুস্পষ্ট করতে প্রতিবছর জানুয়ারিতে পালিত হয় থাইরয়েড-সচেতনতা মাস।

থাইরয়েড রোগী শুধু শারীরিক নয় অনেক মানসিক সমস্যারও শিকার হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু'র মতে, ভারতে প্রতি ১০ হাজার শিশুর মধ্যে ৩৭ জনের থাইরয়েডের সমস্যা রয়েছে। ১৯২৩ সালে আমেরিকান থাইরয়েড অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয় এবং এর কার্যাবলি শুরু হয়েছিল জানুয়ারি মাসে। পরবর্তীতে পৃথিবী জুড়ে জানুয়ারিতেই পালিত হতে শুরু করে থাইরয়েড-সচেতনতা মাস।

থাইরয়েড কী

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এই রোগের নাম 'কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজ়ম'। এটা জন্মগত রোগও। আবার অনেকের এই রোগ পরেও ধরা পড়ে। এই সমস্যার জেরে ভুগতে হয় আজীবন। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে হরমোনের নিঃসরণ স্বাভাবিক না হওয়ায় শারীরিক বা মানসিক বৃদ্ধি পিছিয়ে পড়ে। থাইরয়েড হল গলার সামনের দিকে থাকা প্রজাপতি-আকৃতির মতো একটি গ্রন্থি, যা T3 এবং T4 হরমোন তৈরি করে এবং শরীরের শক্তি উৎপাদন, হৃদস্পন্দন ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোন কোনও ক্ষেত্রে তৈরি হয় না বা অতিরিক্ত তৈরি হয়। দুটো ক্ষেত্রেই সেটা থাইরয়েড। আবার সাধারণত থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে গলায়। কিন্তু যাঁদের থাইরয়েড গ্রন্থি জিভের তলায় বা অন্য অংশে থাকে, তাঁরাও এই সমস্যায় আক্রান্ত হন। শরীরে আয়োডিনের অভাব ঘটলেও থাইরয়েড হয় কারণ আয়োডিন থাইরয়েড হরমোন তৈরি করতে সাহায্য করে।
যেক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থি যথেষ্ট হরমোন তৈরি করতে পারে না তাকে হাইপোথাইরয়েডিজম বলে। যেক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থি অতিরিক্ত পরিমাণে তৈরি করে তাকে হাইপার-থাইরয়েডিজম বলে।

নবজাতকের থাইরয়েড

শিশুদেরও থাইরয়েড হয় তবে তার বেশিটাই বংশানুক্রমিক। সন্তানধারণের পরেই অর্থাৎ ভ্রূণ অবস্থাতেই এই গ্রন্থি তৈরির কাজ শুরু হয়। অনেক শিশুর শরীরে জন্ম থেকেই থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দেয়। বহু শিশুর আবার থাইরয়েড গ্রন্থি পরিণত হয় না।

কী করে বুঝবেন

হাইপোথাইরয়েডের সমস্যা থাকলে জন্মের পর শিশুর জন্ডিসের সমস্যা দেখা দেয়। এই বাচ্চার ওজন হঠাৎ খুব বেড়ে গেলে সতর্ক হতে হবে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হতে পারে। দেখা গেল শিশুটি হয়তো খুব ঘুমোচ্ছে এবং মোটেই খেতে চাইছে না।
অনেক সময়ে জ্বর না থাকলেও শিশুর শরীরে কাঁপুনি দেখা যায়। পেশি সক্ষম হয় না।

থাইরয়েডের সাধারণ লক্ষণ

হাইপোথাইরয়েডিজম
সারাদিন খালি ঘুম পায়। যেখানে শুয়ে পড়েন ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমিয়েও শরীরে ক্লান্তি যাচ্ছে না। ওজন বাড়ছে। মনে কেমন যেন সারাক্ষণ মানসিক চাপ। ঠান্ডা সহ্য করতে পারছেন না। ত্বক খুব শুষ্ক, খসখসে ও হঠাৎ চুল পড়া শুরু হয়েছে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাটা যেন বাড়াবাড়ি। কোনও কাজে মন বসে না। মনোযোগের অভাব ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস। পেশি ও গাঁটে ব্যথা। মুখ ও পা ফোলা-ফোলা— তাহলে হতেও পারে আপনি হাইপোথাইরডিজমে ভুগছেন।

হাইপারথাইরয়েডিজম

ওজন কমে যাচ্ছে হঠাৎ অথচ খিদে রয়েছে! অতিরিক্ত ঘামেন এমনকী শীতেও খুব গরম লেগে যাচ্ছে।
বুক ধড়ফড় করে মাঝেমধ্যে ও অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, হাত কাঁপে, এক উদ্বেগ কাজ করছে, বিরক্তি ও ঘুমের সমস্যা, গলগণ্ড (ঘাড়ে থাইরয়েড ফুলে যাওয়া), চোখ জ্বালা করে— তা হলে হতেও পারে হাইপারথাইরয়েড। এ-ছাড়াও শরীরে একটা জলজমার প্রবণতাও থাকে থাইরয়েডে। দুটো ক্ষেত্রেই উপসর্গ বুঝে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন।

মহিলাদের ক্ষেত্রে

মহিলাদের অনিয়মিত ঋতুস্রাবের নেপথ্য-কারণ হতে পারে থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্য বিগড়ে যাওয়া। ওজন বৃদ্ধি বা কমে যাওয়া, চুল ওঠা, অনিয়মিত ঋতুস্রাব— এগুলি একসঙ্গে হলে একেবারেই সময় নষ্ট না করে থাইরয়েডের মাত্রা পরীক্ষা করান।

রক্তপরীক্ষা

থাইরয়েড টেস্টের প্রথম ধাপটাই হল রক্তপরীক্ষা। টিএসএইচ (TSH) থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন টেস্ট। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এই হরমোন থাইরয়েডকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এর কম-বেশি দুটোতেই থাইরয়েডকে নির্দেশ করে। টি-৪ এবং টি-৩ রক্তে এই দুটো থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ মাপা হয়। রয়েছে অ্যান্টিবডি পরীক্ষা যেটা কিছু অটোইমিউন থাইরয়েড রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। এ-ছাড়া রয়েছে থাইরয়েড আল্ট্রাসাউন্ড, থাইরয়েড স্ক্যান ইত্যাদি।

চিকিৎসা

থাইরয়েড নিজে থেকে কমবে না। খুব কম সাইপোথাইরয়েডিজম থাকলে ওষুধ না খেয়ে দেখা যেতে পারে কিছুদিন। থাইরয়েড রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, মেডিকেশন মূলত চিকিৎসা। ওষুধ খাবার নিয়ম রয়েছে। এর সঙ্গে খাওয়াদাওয়া নিয়ম মেনে করলে থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে থাকে। আয়োডিন থেরাপি রয়েছে। হাইপারঅ্যাক্টিভ থাইরয়েড কোষ ধ্বংস করতে এই চিকিৎসা করা হয়। আয়োডিন, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক (সামুদ্রিক খাবার, বাদাম, বীজ)-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া জরুরি। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম ও ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মাঠে ময়দানে
7 January, 2026 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিজের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে লাবুশেন, স্টোকসের সঙ্গে ঝামেলা নিয়ে স্টুয়ার্ট ব্রড

হেড ও স্মিথের সেঞ্চুরি, চাপ বাড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

সেঞ্চুরির পর স্মিথ ও হেড। মঙ্গলবার সিডনিতে অ্যাসেজের শেষ টেস্টে।

সিডনি, ৬ জানুয়ারি : সিডনি টেস্টে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে অস্ট্রেলিয়া। মঙ্গলবার ট্রাভিস হেড এবং স্টিভ স্মিথের জোড়া সেঞ্চুরির সৌজন্যে তৃতীয় দিনের শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ৫১৮ রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। আপাতত ইংল্যান্ডের থেকে ১৩৪ রানে এগিয়ে স্মিথরা।

গতকাল ৯১ রানে অপরাজিত ছিলেন হেড। এদিন তিনি থামলেন ১৬৩ রান করে। নাইটওয়াচম্যান মাইকেল নেসেরের (২৪ রান) সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ৭২ রান যোগ করেন হেড। তাঁর ১৬৬ বলের ইনিংসে ছিল ২৪টি চার ও ১টি ছয়। হেড প্যাভিলিয়নে ফেরার পর, ইংল্যান্ডের বোলারদের উপর ছড়ি ঘোরালেন স্মিথ। তিনি দিনের শেষে ১২৯ রানে অপরাজিত রয়েছেন। ৩৭তম টেস্ট সেঞ্চুরির পাশাপাশি অ্যাশেজে এটি স্মিথের ১৩তম শতরান। অ্যাসেজের ইতিহাসে সবথেকে বেশি সেঞ্চুরির তালিকায় তিনি এখন দ্বিতীয় স্থানে। স্মিথের আগে রয়েছেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যান (১৯টি সেঞ্চুরি)।

তবে জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামা উসমান খোয়াজা আউট হলেন মাত্র ১৭ রান করেন। ব্যর্থ অ্যালেক্স ক্যারিও (১৬ রান)। ক্যামেরন গ্রিন আউট হন ৩৭ রান করে। স্মিথের সঙ্গে ৪২ রান করে নট আউট রয়েছেন বিউ ওয়েবস্টার। অবিচ্ছিন্ন অষ্টম উইকেটে দু'জনে মিলে এখনও পর্যন্ত ৮১ রান যোগ করেছেন।

মঙ্গলবার সিডনিতে একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। ওভারের মাঝপথেই হঠাৎ করে ব্যাটিং থামিয়ে দেন স্মিথ। আম্পায়ারকে জানান, মিড অনে ফিল্ডিং করা ব্রাইডন কার্সের সানগ্লাসে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে তাঁকে সমস্যায় ফেলছে। স্টাম্প মাইক্রোফোনে সেই সময় স্মিথকে বলতে শোনা যায়, কার্সি, তুমি কি সানগ্লাসটা একটু ঘুরিয়ে দিতে পারো? অস্ট্রেলীয় অধিনায়কের অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গেই সানগ্লাস ঘুরিয়ে মাথার পিছনে করে নেন কার্স। ফের শুরু হয় খেলা।

এগোলেন লক্ষ্য, হার মালবিকার

কুয়ালালামপুর, ৬ জানুয়ারি : নতুন বছরটা জয় দিয়েই শুরু করলেন লক্ষ্য সেন। মঙ্গলবার মালয়েশিয়া ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনে ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন ভারতীয় শাটলার। লক্ষ্য এদিন কোর্টে নেমেছিলেন সিঙ্গাপুরের জিয়া হেং জেসনের বিরুদ্ধে। তিন গেমের লড়াইয়ের পর, ২১-১৬, ১৫-২১, ২১-১৪ ফলে ম্যাচ জিতে নেন লক্ষ্য। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচ গড়িয়েছিল প্রায় ৭০ মিনিট। দ্বিতীয় রাউন্ডে লক্ষ্যর সামনে এবার হংকংয়ের চেউক ইয়ু। যিনি প্রথম রাউন্ডে ষষ্ঠ বাছাই ফ্রান্সের ক্রিস্টো পোপোভকে ১৩-২১, ২১-১৯, ২৩-২১ গেমে হারিয়ে চমক দিয়েছেন। এদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়েছেন মালবিকা বনসুদ। হাঁটুর চোট সারিয়ে প্রায় ছ'মাস পর কোর্টে ফেরা মালবিকা ১১-২১, ১১-২১ গেমে হেরেছেন সপ্তম বাছাই থাইল্যান্ডের রাতচানোক ইন্থাননের কাছে।

পুরস্কারমূল্য বাড়ল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে

গতবারের পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার।

মেলবোর্ন, ৬ জানুয়ারি : বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের পুরস্কারমূল্য এবার আকাশছোঁয়া! ১৮ জানুয়ারি থেকে মেলবোর্ন পার্কে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। আর আয়োজকদের ঘোষণা অনুযায়ী, এ বছর মোট পুরস্কারমূল্য বেড়ে হয়েছে ১১১.৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৬১৩০ কোটি টাকা! গতবারের তুলনায় এবার ১৬ শতাংশ বেড়েছে পুরস্কারমূল্য। যা টুর্নামেন্টের সর্বকালের সর্বোচ্চ পুরস্কারমূল্য।

এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষ এবং মহিলা সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়নরা পাবেন ৪.১৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২২৮ কোটি টাকা। গতবার এই অঙ্কটা ছিল ১৯৩ কোটি। প্রথম রাউন্ডে হেরে যাওয়া খেলোয়াড়রা পাবেন ১.৫ লক্ষ অস্ট্রেলীয় ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় ৮২.৫ কোটি। এমনকী, যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম রাউন্ডে ছিটকে যাওয়া খেলোয়াড়রা পাবেন ৪০,৫০০ অস্ট্রেলীয় ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় অঙ্কটা প্রায় ২২ কোটি।

টুর্নামেন্টের ডিরেক্টর ক্রেগ টাইলে জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের পর থেকে যোগ্যতা অর্জন পর্বের পুরস্কারমূল্য ৫৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। শুধু চ্যাম্পিয়নদেরই নয়, উঠতি খেলোয়াড়দের কেরিয়ার টিকিয়ে রাখাও আমাদের দায়িত্ব। টেনিস অস্ট্রেলিয়া বিশ্বাস করে, সব স্তরের খেলোয়াড়দের আর্থিক নিরাপত্তা দিলে, প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে। দর্শকরাও আরও উন্নতমানের টেনিস দেখতে পাবেন। প্রসঙ্গত, গতবার ছেলেদের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছিলেন জানিক সিনার। অন্যদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছিলেন ম্যাডিসন কিজ।

চেলসির কোচ হলেন লিয়াম

লন্ডন, ৬ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিনেই এনজো মারেস্কাকে বরখাস্ত করেছিল চেলসি। ছ'দিনের মধ্যে নতুন কোচ হিসেবে ৪১ বছরের লিয়াম রোজনিয়রের নাম ঘোষণা করল লন্ডনের ক্লাব। মারেস্কার উত্তরসূরি হিসেবে একাধিক ম্যানেজারের নাম শোনা যাচ্ছিল। তবে প্রথম থেকেই দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন ফ্রান্সের স্ট্রসবুর্গে কোচিং করানো লিয়াম। চেলসির দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন হাল সিটি ফুটবলার বলেন, চেলসির দায়িত্ব পাওয়ার অর্থ নিজের শহরে ফেরা। আমার কাছে দারুণ একটা সুযোগ। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে কোচিং করানোর পাশাপাশি নিজের বাড়িতেও ফিরতে পারব। সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারব। পরিবারের থেকে দূরে থাকাটা খুবই কষ্টের। চেলসিকে নতুন উচ্চতায় তুলে ধরার চেষ্টা করব।

শেষ আটে সালাহর মিশর ও নাইজেরিয়া

আগাদির, ৬ জানুয়ারি : প্রত্যাশা মতোই আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে মিশর। শেষ ষোলো রাউন্ডের ম্যাচে বেনিনকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মহম্মদ সালাহরা। অন্যদিকে, কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে নাইজেরিয়াও। তারা ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মোজাম্বিককে। ধারে ও ভারে এগিয়ে থাকা মিশরের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ইতিবাচক ফুটবল খেলেছে বেনিন। যদিও ৬৯ মিনিটে মারওয়ান আত্তিয়ার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মিশর। কিন্তু ৮৩ মিনিটে ১-১ করে দেয় বেনিন। গোলদাতা জোদেল দোসু। বাকি সময় আর কোনও গোল হয়নি। ফলে ম্যাচ গড়িয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ের সপ্তম মিনিটে ফের এগিয়ে যায় মিশর। এবার গোল করেন ইয়াসের ইব্রাহিম। এরপর ১২৪ মিনিটে সালাহর অসাধারণ গোলে জয় নিশ্চিত করে ফেলে মিশর। প্রতি আক্রমণ থেকে বল পেয়ে, দ্রুতগতিতে বেনিনের বক্সের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে বাঁ পায়ের দুর্দান্ত শটে জাল কাঁপান তিনি।

অন্য প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মোজাম্বিককে হেলায় হারিয়েছে নাইজেরিয়া। ২০ মিনিটেই আদেমোলা লুকমানের গোলে এগিয়ে যায় তারা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিক্টর ওসিমেন। বিরতির পর খেলা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই নাইজেরিয়ার তৃতীয় তথা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন ওসিমেন। ৭৫ মিনিটে ৪-০ করেন আকোর অ্যাডামস। বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠতে না পারার হতাশা আফ্রিকা সেরা হয়ে কাটাতে মরিয়া ম্যাচের সেরা লুকমান। তিনি বলেন, দল দারুণ ছন্দে রয়েছে। এই ছন্দ টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে চাই।

গোল করার পথে সালাহ। বেনিনের বিরুদ্ধে আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইপিএলে ব্রাত্য মুস্তাফিজুরের নাম পিএসএলের প্লেয়ার্স ড্রাফটে নথিভুক্ত করল পিসিবি

মাঠে ময়দানে

7 January, 2026 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৭ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

আইএসএল শুরু ১৪ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবেদন : অপেক্ষার অবসান। অবশেষে জট কাটিয়ে আইএসএল শুরু হচ্ছে ১৪ ফেব্রুয়ারি। মঙ্গলবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। ১৪টি ক্লাবকে নিয়ে সিঙ্গল লেগে হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে হবে দেশের শীর্ষ লিগ। মোট ৯১টি ম্যাচ হবে। জানিয়ে দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। কিন্তু ফরম্যাট এখনও চূড়ান্ত নয়। লিগের গভর্নিং কাউন্সিল গড়া হলেই ফরম্যাট ঠিক হবে। গোয়া, চেন্নাই, ওড়িশা ও চেন্নাই বুধবার পর্যন্ত সময় চেয়েছে লিগে অংশগ্রহণ নিয়ে। তবে এবার লিগে অবনমন থাকছে না। সুপ্রিম কোর্টকে অবশ্য এবারের মতো অবনমনে ছাড়ের বিষয়টি জানাতে হবে ফেডারেশনকে। তবে আই লিগ এবার ছোট হবে। ৫৫ ম্যাচের।

ক্লাবগুলির দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে তাতে আর্থিক সমস্যা পুরোপুরি মেটার নিশ্চয়তা নেই। প্রতিটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে। ম্যাচগুলি হবে হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে। তারপর নক আউট। প্রত্যেক ক্লাবকে কিছু হোম এবং কিছু অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হবে। ক্লাবগুলিকেই ঠিক করতে হবে, কোন ম্যাচ তারা ঘরের মাঠে খেলবে এবং কোন ম্যাচ তারা বাইরে খেলবে। এই ব্যাপারে ক্লাবগুলির আর্থিক শক্তি এবং সুযোগ-সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এদিন ক্লাবগুলিকে এই প্রস্তাব কার্যত মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

কিছু বিষয় এবং প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য সময় চেয়েছিল ক্লাবগুলি। কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন, এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হাতে আর সময় নেই। তবে ক্রীড়ামন্ত্রী ক্লাবগুলিকে জানিয়েছেন, তাদের সুবিধা অনুযায়ী যেখানে কম খরচে ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব, সেখানেই তারা খেলতে পারে। বিকেলে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে লিগ আয়োজনের খরচ ধরা হয়েছে ২৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা দেবে ফেডারেশন। বাকি টাকা দেবে ক্লাবগুলি। অংশগ্রহণ ফি বাবদ ক্লাবগুলি ১ কোটি টাকার বেশিই দিতে সম্মত হয়েছে। হোম ম্যাচ ক্লাবেরাই নিজেদের খরচে আয়োজন করবে।

লিগের বাণিজ্যিক পার্টনার ও সম্প্রচার স্বত্ব ঠিক করার জন্য টেন্ডারে কিছু শর্ত শিথিল করা হচ্ছে। আগামী ১০ জানুয়ারি নতুন করে টেন্ডার ডাকা হবে। ২৫ জানুয়ারি টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ দিন। সম্প্রচার স্বত্ব চূড়ান্ত করা হবে ৩১ জানুয়ারি। দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপে বাণিজ্যিক পার্টনারের জন্য টেন্ডার ডাকা হবে ২০ মার্চ।

পাঁচে পাঁচ ইস্টবেঙ্গল, ফাজিলার চোটে চিন্তা

প্রতিবেদন : মেয়েদের আই লিগে (আইডব্লুএল) টানা পাঁচ জয় ইস্টবেঙ্গলের। আইডব্লুএলে অপ্রতিরোধ্য 'মশাল গার্লস'। মঙ্গলবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে মশাল ঝড়ে এবার উড়ে গেল কিকস্টার্ট এফসি। কর্নাটকের দলটিকে ৫-০ গোলে চূর্ণ করল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ব্রিগেড। এদিনও ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল উগান্ডার গোলমেশিন ফাজিলা ইকওয়াপুটের। ম্যাচের সেরাও হলেন। তবে এদিন মাথায় বড় চোট পেলেন। মাঠ থেকে তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়। মাথায় স্ক্যান হয়। তবে চোট গুরুতর নয় বলেই মনে করছে দল। বুধবার সকালে স্ক্যান রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

আইডব্লুএলে ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লাল-হলুদের মেয়েরা। খেতাব ধরে রাখার পথে মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। সাফ কাপ জিতে ফিরে ক্লান্তি উপেক্ষা করেই আইডব্লুএলে নেমে পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল। জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেই ছুটছে মেয়েরা। এদিন কল্যাণীতে শুরু থেকেই গোল উৎসবে মেতে ওঠে লাল-হলুদ বাহিনী। ফাজিলার গোলে ম্যাচের ১৫ মিনিটেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বিরতির আগেই ব্যবধান বাড়ায় অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দল। আর এক বিদেশি রেসি নানজিরির গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিনটি গোল লাল-হলুদের। ফাজিলা নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। বাকি দু'টি গোল সুলঞ্জনা রাউল ও অষ্টম ওরাওঁয়ের।

এদিকে, আইএসএল শুরুর দিন ঘোষণা হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের ছেলেদের দলের অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজ ফুটবলারদের। দ্রুত বাকি বিদেশি ফুটবলারদের অনুশীলনে আনার তৎপরতা শুরু হয়েছে। হামিদের বিকল্প নেওয়ার চেষ্টাও চলছে।

একাই ২০০, আমনের তাণ্ডবে ছারখার বাংলা

বিধ্বংসী মেজাজে আমন।

প্রতিবেদন : মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারের মতো জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা থাকা বোলাররা বাংলা দলে। এমন তারকাখচিত বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধেই কি না ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকালেন হায়দরাবাদের ১৯ বছরের তরুণ আমন রাও। ইনিংসের শেষ বলে আকাশ দীপকে ছক্কা হাঁকিয়ে শতরান পূর্ণ করেন আমেরিকায় জন্মানো ক্রিকেটার। মাত্র ১৫৪ বলে অপরাজিত ২০০! মারেন ১২টি চার ও ১৩টি ছক্কা। এবার অনামি আমনের তাণ্ডব ও ক্যাচ ফসকানোর মাশুল দিয়ে মহম্মদ সিরাজদের কাছে ১০৭ রানে হার বাংলার। আমনের তিনটি ক্যাচ ফেলে বাংলা। ক্যাচ পড়ে তিলক ভার্মা, রাহুল সিংদের। হায়দরাবাদের ৩৫২-৫ স্কোরের জবাবে বাংলার ইনিংস শেষ হয় ২৪৫ রানে। সিরাজের ঝুলিতে ৪ উইকেট।

বাংলার সামনে নক আউটের রাস্তা কঠিন হল। তবে উত্তরপ্রদেশের কাছে বিদর্ভের হারে কিছুটা স্বস্তিও বাংলা শিবিরে। হেরেও ১৬ পয়েন্টে গ্রুপ 'বি'-তে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। সমান পয়েন্টে তিনে বিদর্ভ ও চারে বরোদা। কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেতে হলে বৃহস্পতিবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে উত্তরপ্রদেশকে হারাতেই হবে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। রিঙ্কু সিংরা টানা ৬ ম্যাচ জিতে ২৪ পয়েন্টে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই শেষ আট নিশ্চিত করেছে। চারটি গ্রুপের প্রথম দুই দল সরাসরি শেষ আটে খেলবে।

রাজকোটে এদিন টসে জিতে শুরুতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলা। কিন্তু বাংলার পেস ত্রয়ী এদিন ব্যর্থ। শামি ৩ উইকেট নিলেও আমনের রানের ঝড় আটকাতে পারেননি। সেই সঙ্গে ফিল্ডাররা ক্যাচ ফেলেন। কিছুটা চেষ্টা করেন শাহবাজ আহমেদ। জবাবে বাংলার হয়ে ব্যাট হাতেও একাই লড়াই করেন শাহবাজ। সেঞ্চুরি করে ১০৮ রানে অপরাজিত থাকেন। কিন্তু তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি কেউ।

আজ শহরে শুরু দাবা যুদ্ধ

চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত আনন্দ

প্রতিবেদন : বুধবার থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে টাটা স্টিল দাবা টুর্নামেন্ট। ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে লড়াই তরুণ প্রজন্মের দাবাড়ুদের। র‍্যাপিড এবং ব্লিৎজ-- দু'ইভেন্টেই হবে টুর্নামেন্ট। দীর্ঘ ছ'বছর পর কলকাতায় খেলবেন আনন্দ। মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে আনন্দ বলেন, অনেক বছর পর ফের কলকাতায় খেলব। আমি দারুণ খুশি। এখানে দাবার পরিকাঠামো যথেষ্ট ভাল। অনেক নতুন মুখও উঠে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কী, দাবাও অনেক বদলে গিয়েছে। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করে নিলেও, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, বিদিত গুজরাটিদের মতো তরুণ ভারতীয় দাবাড়ুদের সঙ্গে মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে নামতে হবে আনন্দকে। তিনি অবশ্য বলছেন, ভারতে প্রচুর প্রতিভাবান দাবাড়ু উঠে এসেছে। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে লড়াই কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে আমি সেটা উপভোগ করতে চাই।

বিএসএলে জয়ী হাওড়া-হুগলি

বিদ্রোহীদের কুৎসা চলছেই, পাল্টা শ্রাচীর

প্রতিবেদন : সাড়া জাগিয়ে প্রথম মরশুমেই সুপারহিট বেঙ্গল সুপার লিগ। নতুন প্রতিভা উঠে আসছে। অথচ বিএসএল-কে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা আইএফএ-র একটা অংশ থেকেই। শ্রাচী স্পোর্টসের উদ্যোগে চলা বিএসএলের শরিক আইএফএ-ও। অথচ সংস্থার অন্যতম সহসভাপতি সৌরভ পাল নিয়মিত ভিত্তিহীন অভিযোগ করে চলেছেন নতুন লিগ নিয়ে। আইএফএ-র সভায় প্রশ্ন না তুলে মঙ্গলবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেও গড়াপেটা নিয়ে নানা অভিযোগ সৌরভদের। নিশানায় শ্রাচী, আইএফএ। সৌরভের সঙ্গে ছিলেন আইএফএ-র আর এক সহসভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসও। এছাড়াও অনিত ঘোষ, রঞ্জন চৌধুরী, নাসিম আখতারের মতো প্রাক্তন ফুটবলাররাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিন শ্রাচীর বিরুদ্ধে যতটা না বললেন, সৌরভদের তার থেকে বেশি অভিযোগ আইএফএ-র বিরুদ্ধে। বিএসএল, কলকাতা লিগ নিয়ে সৌরভদের বক্তব্য, লিগে গড়াপেটা হচ্ছে। বেটিং অ্যাপে খেলা দেখানো হচ্ছে। ম্যাচ চলাকালীন ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে। সব তথ্য আইএফএ-কে দিয়েছি আমরা, অথচ তারা জেগে ঘুমোচ্ছে। আমরা সঠিক তদন্ত দাবি করছি।

বিদ্রোহীদের অভিযোগ নিয়ে শ্রাচী স্পোর্টসের চেয়ারপার্সন তমাল ঘোষাল বলেন, আমরা পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। পুলিশের তদন্তের উপর আস্থা রয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ওদের বক্তব্য আমাদের লিগ্যাল টিম খতিয়ে দেখছে। বক্তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, তা আলোচনা করে ঠিক হবে। এদিন বিএসএলে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স ৫-০ গোলে জিতেছে এফসি মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে। ৮ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ব্যারেটোর দল।

সফল বাংলা

প্রতিবেদন : ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমস টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বাংলার জয়জয়কার। অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বালিকাদের বিভাগে বাংলার কন্যাশ্রী শ্রেয়া ধর ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছে। এই বিভাগেই আরেক কন্যাশ্রী অঙ্কলিকা চক্রবর্তী ব্রোঞ্জ পেয়েছে। অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব ১৭ বছরের বালক বিভাগে দেবরাজ ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। অনূর্ধ্ব ১৭ বছরের বালকদের দলগত বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় দল ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে নেয়। অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বালক ও বালিকা বিভাগে বাংলা যথাক্রমে সোনা এবং রুপো জিতেছিল। ব্যক্তিগত ইভেন্টে ছেলেদের মধ্যে ঐশিক দাস সোনা এবং নন্দিনী সাহা রুপো পেয়েছিল।

জয়ের হ্যাটট্রিক

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৫ ওয়ান ডে ট্রফিতে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার। মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে বাংলার মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১১২ রান তুলেছিল হিমাচল। এরপর ব্যাট করতে নেমে, ২৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৩ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা।

১৬
৭ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

মাঠে ময়দানে

7 January, 2026 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৪ বছর পর পুলিশের চাকরি ফিরে পেলেন বিশ্বকাপজয়ী ক্রান্তি গৌড়ের বাবা

আইসিসি'র অনুরোধেও সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ

প্রতিবেদন : মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কের জের পৌঁছেছে আইসিসি পর্যন্ত। কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পর আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসদের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় দেওয়ার দাবি জানিয়ে চিঠিও দেয় বিসিবি। দুই দেশের বোর্ডের মধ্যে টেনশন কমাতে গত দু'দিন আইসিসি-র তরফে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা হয়। বিসিসিআই ও বিসিবি-র মধ্যে ভার্চুয়াল আলোচনায় অংশ নেন আইসিসি কর্তারাও। বাংলাদেশ বোর্ডকে ভারত থেকে তাদের ম্যাচ সরানোর আবেদন পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয় আইসিসি-র তরফে। কিন্তু তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি বলে সূত্রে খবর।

আইসিসি-র অনুরোধে বিসিবি কিছুটা নরম মনোভাব দেখালেও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার নিজেদের অবস্থানে অনড় রয়েছে। আইসিসি-র সমঝোতা প্রস্তাব বাংলাদেশ বোর্ড তাদের সরকারের কাছে পৌঁছে দিয়েও লাভ হয়নি।

ক্ষতিপূরণ হয়তো পাবেন না মুস্তাফিজুর

আইসিসি চাইছে, বাংলাদেশ যেন নিজেদের অবস্থান বদলে ভারতেই বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি খেলে। না হলে বাংলাদেশের বিপক্ষ দলগুলি, দর্শক, সম্প্রচার সংস্থা, সংবাদমাধ্যম— সবাই সমস্যার মুখে পড়বে। কিন্তু মুস্তাফিজুরের আইপিএল খেলা ভেস্তে যাওয়া নিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এতটাই ক্ষুব্ধ যে, তারা কিছুতেই নিজেদের অবস্থান বদলাতে রাজি নয়। তাই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আইসিসি এবং ভারতীয় বোর্ডের তরফে বাংলাদেশ ম্যাচে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হলেও বরফ গলছে না। সে দেশের সরকারের এক মন্ত্রীর কথায়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলেও আরা ভারতে খেলতে যাব না। বাংলাদেশ বোর্ডেরও এক কর্তার বক্তব্য, নিরাপত্তার বিষয়টি শুধু খেলোয়াড়দের নয়, যাঁরা বাংলাদেশ থেকে যাবেন তাঁদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি কে দেবে?

মুস্তাফিজুর ইস্যুতে উত্তাপ ক্রমশ বাড়লেও কেকেআর থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই বাংলাদেশি পেসারের। নিলামে ৯.২০ কোটি টাকায় মুস্তাফিজুরকে দলে নেয় কেকেআর। আইপিএলের নিয়মানুযায়ী, পুরো অর্থ পাওয়ার কথা বাংলাদেশি পেসারের। কিন্তু এক্ষেত্রে মুস্তাফিজুর বাদ পড়েছেন ভারতীয় বোর্ডের নির্দেশে। চোট বা শৃঙ্খলাভঙ্গের যুক্তি খাটবে না। এক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ বিমার টাকাও হয়তো পাবেন না মুস্তাফিজুর।

জানা গিয়েছে, মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানতেনই না বিসিসিআই কর্তারা। এ নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে। বোর্ডের একটি সূত্রের দাবি, সর্বোচ্চ স্তরে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

ব্যর্থ শুভমন, ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি শ্রেয়সের

জয়পুর, ৬ জানুয়ারি : বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তটা মধুর হল না শুভমন গিলের। তবে মাঠে ফিরেই ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি হাঁকালেন শ্রেয়স আইয়ার।

মঙ্গলবার জয়পুরে পাঞ্জাবের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে গোয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে মাত্র ১১ রানে আউট হন শুভমন। মাত্র ১২ বল ক্রিজে ছিলেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের আগে অধিনায়কের এই ফর্ম চিন্তায় রাখছে ভারতকে। তবে চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেই চেনা ছন্দে শ্রেয়স। এদিন মুম্বইয়ের হয়ে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে মাত্র ৫৩ বলে ১০টি চার ও ৩টি ছয় হাঁকিয়ে ৮২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে দেন তিনি। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও, শ্রেয়সের ব্যাটিং স্বস্তি দিচ্ছে ভারতীয় শিবিরকে।

চেনা ফর্মে শ্রেয়স

গত অস্ট্রেলিয়া সফরে চোট পাওয়ার পর, দীর্ঘ আড়াই মাস পর ক্রিকেটে ফিরেছিলেন শ্রেয়স। কিউয়ি সিরিজের দলে তাঁকে শর্তসাপেক্ষে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এদিনের পর শ্রেয়সের নিউজিল্যান্ডের সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই খেলা কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেল। এদিন ঘন কুয়াশার জন্য শুভমন এবং শ্রেয়সদের ম্যাচ নির্ধারিত সময়ের অনেকটা পরে শুরু হয়।

এদিকে, ঘরোয়া পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে রিঙ্কু সিং। এদিন উত্তরপ্রদেশের হয়ে বিদর্ভের বিরুদ্ধে মাত্র ৩০ বলে ৫৭ রান করে আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন রিঙ্কু। তবে তাঁর চোট তেমন গুরুতর নয় বলেই খবর। অন্যদিকে, দিল্লির হয়ে ৯ বলে ২৪ রান করে আউট হন ঋষভ পন্থ।

ফের হারল সৌরভের দল

■ **সেঞ্চুরিয়ান :** দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ লিগে ফের হারল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। এবার সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে হেরেছে সৌরভের দল। ফলে পাঁচ ম্যাচের তিনটেতেই হারল প্রিটোরিয়া। জিতেছে মাত্র একটি। একটি ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। প্রথম ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৬ রান তুলেছিল প্রিটোরিয়া। জবাবে ৩৪ বল হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে নেয় সানরাইজার্স। জনি বেয়ারস্টো ৪৫ বলে ৮৫ ও কুইন্টন ডি'কক ৪১ বলে ৭৯ করে নট আউট থাকেন।

নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, সূর্যকে পন্টিং

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : হাতে মাত্র একটা মাস। তার পরেই শুরু হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ফর্ম চিন্তায় রাখছে ভারতীয় শিবিরকে। ২০২৫ সালের ১৯ ইনিংসে মাত্র ২১৮ রান করেছেন সূর্য। গড় ১৩.৬২! সেঞ্চুরি তো দূরের কথা, একটা হাফ সেঞ্চুরিও করতে পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ সিরিজে চার ম্যাচে সূর্যর ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ৩৪ রান!

যা দেখে অবাক রিকি পন্টিং। তিনি বলছেন, সূর্যর সাম্প্রতিক ফর্ম দেখে আমি অবাক। টি-২০ ফরম্যাটে দীর্ঘদিন ধরে ভাল খেলেছে। ইদানিং রান পাচ্ছে না ঠিকই। তবে ওকে সেরা ফর্মে খেলতে দেখেছি। ক্রিজে

গিয়ে সেট হতে ৬ থেকে ১০ বল সময় নেয়। তারপর থেকেই চালিয়ে খেলে। সব ধরনের শট ওর হাতে রয়েছে। ট্রাভিস হেডের মতোই আত্মবিশ্বাস রয়েছে। আউট হতে ভয় পায় না।

ফর্মে ফেরার জন্য সূর্যকে পরামর্শও দিয়েছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় গ্রেট। পন্টিংয়ের বক্তব্য, ওকে একটাই কথা বলতে পারি, রান করা নিয়ে ভাবো। আউট হওয়ার ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। নিজের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখো। টি-২০ ক্রিকেটে তুমি নিজেকে বিশ্বের সেরা ব্যাটার হিসাবে প্রমাণ করেছো। আরও একবার সেটা বিশ্বের সামনে প্রমাণ করে দাও।

দীপ্তির পতন

■ **দুবাই :** মেয়েদের আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় দু'ধাপ এগোলেন হরমনপ্রীত কৌর। মঙ্গলবার প্রকাশিত তালিকায় ভারতীয় অধিনায়ক উঠে এসেছেন ১৩তম স্থানে। অপর দুই ভারতীয় ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা এবং শেফালি ভার্মা নিজেদের তৃতীয় এবং ষষ্ঠ স্থান ধরে রেখেছেন। এদিকে, মেয়েদের টি-২০ বোলারদের ক্রমতালিকার শীর্ষস্থান হাতছাড়া হয়েছে দীপ্তি শর্মার। তাঁকে টপকে এক নম্বরে উঠে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। দীপ্তি নেমে গিয়েছেন দুইয়ে।

৩-৬ মাস বাঁচতাম, ক্যানসার নিয়ে যুবি

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের পরই তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের গ্রাফ আরও উপরে উঠতে পারত! কিন্তু মারণ ক্যানসার আচমকা বদলে দিয়েছিল যুবরাজ সিংয়ের জীবন। জীবনের কঠিন অধ্যায়ের কথা ফের শোনালেন ভারতের জোড়া বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক।

যুবরাজ বলেছেন, যখন চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন, তিন থেকে ছ'মাস বাঁচতে পারি, প্রথম চিন্তা মাথায় এসেছিল যে আমার মৃত্যু হতে পারে। প্রাক্তন তারকা অলরাউন্ডার বলেন, আমার হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের মাঝে টিউমার ধরা পড়েছিল। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, কেমোথেরাপি না নিলে হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারি। বিশ্বকাপের পর টেস্ট দলে নিজের জায়গা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছিলেন যুবি। অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চিকিৎসার জন্য চলে যেতে হয় আমেরিকায়। এই পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। যুবরাজের স্মৃতিচারণা, আমেরিকায় যাওয়ার পর চিকিৎসক ডাঃ লরেন্স আইনহর্ন বলেছিলেন, তুমি এখান থেকে এমন একজন মানুষ হয়ে বেরোবে যার কোনও দিন ক্যানসার ছিলই না। চিকিৎসকের সেই কথা আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল যুবিকে। প্রাক্তন তারকার কথায়, আমার চিকিৎসক যদি আত্মবিশ্বাস না বাড়াতেন তাহলে আমি হয়তো মানসিকভাবে শেষ হয়ে যেতাম। সেদিন আমাকে এটাও বলে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল যে, আমি আবার ক্রিকেট খেলতে পারব। সেদিন মনে হয়েছিল, আমার দ্বিতীয় জন্ম হল।